আশা-কুহকিনী।

(ঐতিহাসিক নাটিকা)

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত
প্রণীত।

আশা-কুহকিনী।

(ঐতিহাসিক নাটিকা)
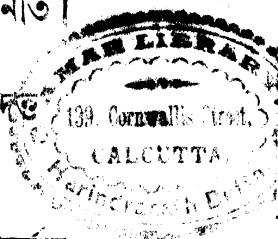
ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত
প্রণীত।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৩৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
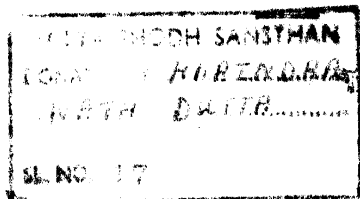
সন ১৩১৬ সাল।

মূল্য ৷৷৵০ দশ আনা।
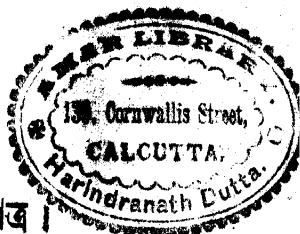
উৎসর্গ পত্র।

পরম প্রণয়াস্পদ, অভিন্নহৃদয়, বাল্যসুহৃদ্

শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ ।

ভাই বরেন !

জানিনা—কি শুভক্ষণে—কি শুভ মুহূর্ত্তে—কি শুভ সংযোগে—তুমি আমায় দেখিয়াছিলে, আমি তোমায় দেখিয়াছিলাম, তুমি আমায় ভাল বাসিয়াছিলে, আমি তোমায় ভাল বাসিয়াছিলাম, তুমি তোমার প্রাণের পরতে পরতে আমার মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছিলে, আমি আমার প্রাণের পরতে পরতে তোমার মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছিলাম! সম্পদে-বিপদে-বিনোদে-বিষাদে পদে পদে তুমি আমার জীবনের সাথি ও সখা হইয়া, যাহা করিয়াছ—যাহা সহিয়াছ—যাহা দেখাইয়াছ,—স্বার্থান্ধ আমি—তাহার শতাংশের এক অংশও এ পর্য্যন্ত প্রতিদান দিতে পারি নাই—পারিব না—পারিবার শক্তিও নাই। শৈশবের প্রথম প্রারম্ভ হইতে, জীবন মধ্যাহ্নের পূর্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, অপরিশোধনীয় ঋণে—আমি তোমার নিকট আজন্মকাল ঋণী। কারণ-যে উচ্চ-হৃদয় ও মহদন্তঃকরণ লইয়া তুমি পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তাহার তুলনায় আমি অতি দরিদ্র ও সহায় সম্বলহীন। তবে আশার কুহকে পথের ভিখারী সাম্রাজ্য পাইবার স্বপ্ন দেখে, জন্মান্ধের চক্ষু পাইবার সাধ হয়, মূকের বাক্য উচ্চারণের স্পৃহা জন্মে। আমিও আশার কুহকে আত্মহারা হইয়া,—যদি তোমার অপরি-

শোধনীয় স্নেহ ও সহানুভূতির ঋণী কিঞ্চিৎ পরিমাণেও পরিশোধ হয়—এই ভরসায়—আমার "আশা কুহকিনীকে" তোমার কোমল করে অর্পণ করিয়া, আশাতীত আনন্দ অনুভব করিলাম। "আশা কুহকিনী" আবর্জ্জ-নার আধার হইলেও—তুমি যে ইহার আদর করিবে, সে আশা আমার সম্পূর্ণ আছে। কারণ—যে দেবতার—দেব দুর্লভ চরণে তুমি সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছ, আমিও একান্তে তাঁহারি পদপ্রার্থী, তাঁহারি অপরিসীম অনুগ্রহের উপর জীবন মরণ নির্ভর করিয়াছি, তাঁহাকেই ভক্তের ভগবান ভাবিয়া ইহকাল ও পরকালের আশ্রয়স্থান করিয়াছি। একবার তুমি তোমার পবিত্র কণ্ঠে—পবিত্র ভাবে—পবিত্র অনুরাগে উচ্ছ্বাসিত হইয়া এ হতভাগ্যের সহিত সমস্বরে উচ্চারণ কর,—

জয়রামকৃষ্ণ !

আমার জীবন সার্থক হউক, আমার জন্ম সার্থক হউক, আমার "আশা-কুহকিনী" সার্থক হউক।

১৪ই পৌষ, ১৩১৬ সাল } তোমারই

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

পদ ভরসা।

মুখবন্ধ।
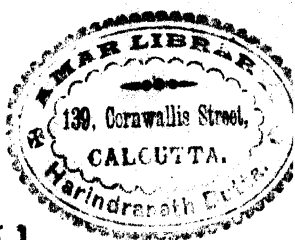
"আশা-কুহকিনী" নাটিকাখানি অতি সহজে ও অনায়াসে একখানি পাঁচ অঙ্কের নাটক করা যাইতে পারিত। দুই অঙ্কে সমাপ্ত করিবার কারণ এই যে, সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও সর্ব্বজনবিদিত অভিনেতা পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়, কথা প্রসঙ্গে বার বার বলিয়াছিলেন যে, এক অঙ্কের বা দুই অঙ্কের নাটক হইলে সাধারণের মনঃপুত হয় কি না, একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে হয়। ব্যবসায় হিসাবে আমার এক মাননীয় দর্শকবন্ধুও বলিয়াছিলেন, যে বর্ত্তমান দর্শক শ্রেণীর (অবশ্য সকল শ্রেণীর নহে) যেরূপ রুচি ও প্রবৃত্তি দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এক রাত্রে দুইখানি পুস্তকের অভিনয় না করিলে তাহাদের সম্পূর্ণ তৃপ্তিসাধন হওয়া অসম্ভব। তাঁহার এ ধারণা কতদূর সত্য—তাহা আমি জানি না। তবে পাঁচ অঙ্কের একখানি নাটক অভিনয় করিতে হইলে, যে সময়ের প্রয়োজন, তাহার উপর আর একখানি বই চড়াইতে হইলে, নবপ্রচলিত মিউনিসিপাল আইন অনুসারে প্রতি সপ্তাহেই রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষকে দণ্ডনীয় হইতে হয়। সুতরাং সকল দিক বজায় করিয়া কাজ করিতে হইলে, আপাততঃ এমন নাটক লেখার প্রয়োজন, যাহাতে আইনবদ্ধ সময়ের মধ্যে অভিনয় শেষ হয়, সঙ্গে সঙ্গে অভিনব রুচি সম্পন্ন দর্শকবৃন্দের নাটক দেখার সাধ মেটে, এবং "মধুরেন সমাপয়েৎ" করিবার জন্য তৎসঙ্গে একখানি প্রহসন বা গীতিনাট্য যোগ করা যাইতে পারে। এই সকল নানা বিষয় ভাবিয়া চিন্তিয়া, "আশা—কুহকিনীর" পরমায়ু দুই অঙ্কেই শেষ করিয়াছি। এক্ষণে তিরস্কার বা পুরস্কার যেরূপ অদৃষ্ট সাপেক্ষ হয়—তাহা গ্রহণ করিবার জন্য মাথা পাতিয়া রহিলাম।

১৪ই পৌষ, ১৩১৬ সাল।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত।
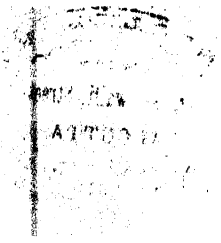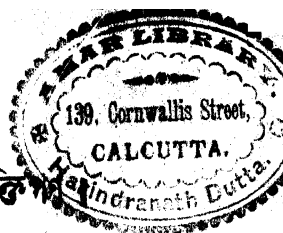
নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

অজয়সিংহ ... ... ইংরাজ পক্ষের ভলেন্‌টিয়ার।

আফ্রিদী সর্দ্দার।

হোসেন আলী ... ... আফ্রিদী সর্দ্দারের পুত্র।

মহব্বৎ খাঁ }
রোহিমসা } ... ... ওমরাহদ্বয়।

আবদুল ... অজয়সিংহের নিয়োজিত আফ্রিদী ভৃত্য।

আফ্রিদী বালকগণ, গুরখাসৈন্য, প্রহরীগণ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

মোমতাজ ... ... আফ্রিদী সর্দ্দারের কন্যা।

জুলিয়া ... ... প্রধানা সহচরী।

ইংরাজসৈন্যবেশী আফ্রিদীগণ, সহচরীগণ, নর্ত্তকীগণ
ইত্যাদি ইত্যাদি।

আশা-কুহকিনী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ল্যাণ্ডি কোটাল-শিবির।

অজয়সিংহ ও আবদুল।
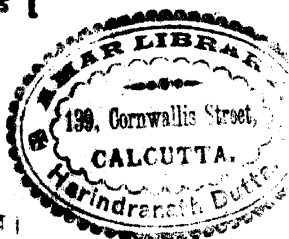
আব। হুজুর! একটু হাত পা ছড়িয়ে—আড়া মোড়া খেয়ে—প্রাণ পুরে বিশ্রাম করুন। আজ আর গোলাগুলি চ'ল্‌বে না; যে রকম বুঝছি, আজ নিজ্‌ঝুমের পালা!

অজ। তাকি বলা যায়? কাবারই ত দেখ্‌লুম, কোথাও কিছু নেই, একেবারে হুড়মুড় ক'রে এসে পোড়্‌লো! হয় ত নিশ্চিন্ত হোয়ে শুয়ে আছি, সৈন্তাধ্যক্ষ-সেনার দল-যে যার শিবিরে অঘোর নিদ্রায় মগ্ন! এমন সময় দুড়ুম দুড়ুম কোরে বন্দুকের আওয়াজ! দেখ্‌তে দেখ্‌তে রক্তস্রোতে মাটি লাল হোয়ে গেল! এই তো অবস্থা; তোমাদের জাত্‌কে কি বিশ্বাস আছে?

আব। হুজুর! আপনি মনিব, বাপের মতন; নেহাত দায়ে পোড়ে—মাগ ছেলের খাতিরে আপনার ন'করী স্বীকার কোরেছি; একদিন বোলে নয়, দু'মাস ধোরে আপনার নুন খাচ্ছি! আপনি যা বোলবেন, আপনি যা হুকুম কোরবেন, আমি মাথা পেতে শুনতে বাধ্য। কিন্তু আপনাকে সাফ্ কথা ব'লছি, জাতের নিন্দে আপনি ক'রবেন না, আফ্রীদী জাত্‌কে বিশ্বাস ঘাতক ব'লবেন না! যদিও এ বান্দা গরিব, দিনান্তে একমুঠো জোটে কি না সন্দেহ, কিন্তু রক্ত গরম হোয়ে উঠলে—কি হোতে কি হোয়ে প'ড়বে ব'লতে পারিনা।

অজ। আবদুল, তোমার মনে ব্যথা দিতে আমি কোন কথা বলিনি; ভাল—তর্কের প্রয়োজন নেই, সত্য বল দেখি, তোমাদের সর্দ্দার কি ন্যায় যুদ্ধ কোরছেন? নিদ্রিত শত্রু পক্ষকে আক্রমণ, অজ্ঞাতে অদৃশ্য ভাবে থেকে গুলী বর্ষণ, এ সকল কি প্রকৃত যোদ্ধার কাজ?

আব। হুজুর! বেয়াদবি মাফ্ কোর্বেন; যখন কথা তুল্লেন—তখন ঠিক জবাবই দেবো। কসুর হয় কিছু মনে কোরবেন না! ইংরেজ বাহাদুরের মতন প্রবল পরাক্রমশালী শত্রু, হাজার হাজার ফৌজ নিয়ে বন্দুক কামানের গাঁদী লাগিয়ে, গোটা-কতক অসভ্য আফ্রিদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে দেশ জয় ক'রতে এসেছেন! আফ্রিদীজাত, যুদ্ধ কাকে বলে তা শেখেনি; লড়াই ঝকড়া কাকে বলে তা জানে না; ঝগড়া কিচ্ কিচির ভেতর একদম যেতে চায় না;—তারা চায়—তাদের এই ছোট খাটো—নিজের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়,

সাধের জন্মভূমি—বড় সাধের মাতৃভূমির কোলের উপর স্বাধীন নিশ্বেস ছেড়ে বেড়াতে পারে। তারা পরের ধন লুট্‌তে চায়না, পরের যায়গা কেড়ে নিতে চায়না, পরের গরু টেনে আন্‌তে চায়না, পরের পয়সা ঘরে আন্‌তে চায় না, এই তো তাদের অপরাধ! এই সামান্য একদল মশাকে মারবার জন্যে ইংরেজ বাহাদুর এসে তাদের বুকের ওপর কামান পেতে বোসেছেন। সমানে সমানে লড়াই হোলেও একটা কথা থাকে! ইংরেজদের সঙ্গে আফ্রিদীদের যুদ্ধ—কাজেই সামন সামনি মারামারি কাটাকাটি কি সম্ভব? শেষ যা হবে—তা সকলেই জানে। কাজেই ছলে বলে কৌশলে, যেমন কোরেই হোক—যত গুলো দুষমণকে মেরে ফেলা যায়, মনের আপশোষ ততটা ক'মবে।

অজ। যদি তোমাদের সর্দার শেষ বুঝতে পেরে থাকেন, তবে মিথ্যা লড়াই কোরে দেশটাকে ছারে খারে দিচ্ছেন কেন?

আব। কি বলেন হুজুর! এমন সোণার দেশ, সোনার ঘর দোর, সোণার শষ্য ক্ষেত্র, শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে, আফ্রিদীদের দল গুড় গুড় কোরে বেরিয়ে যাবে? ইংরেজ বাহাদুর যখন নিশেন গেড়ে, দেশ জয় কোরে ব'সবেন, তখন কি দেখবেন জানেন? দেশ মরুভূমি! এক মুঠো চানা চিবিয়ে খাবার উপায় থাক্‌বে না! কি পাবেন জানেন? কেবল মরামানুষের মুণ্ডু! আর রক্তের ঢেউ! হাঁটু অবধি বুট ডুবে যাবে! পথ চ'লতে পারবেন কিনা সন্দেহ!

অজ। আবদুল! স্বদেশের প্রতি তোমার এত মমতা, জন্মভূমির প্রতি তোমার এত ভক্তি, তবে তুমি তলোয়ার ছেড়ে আমার কাছে চাক্‌রী স্বীকার ক'রতে এলে কেন?

আব। নেহাৎনাচার পোড়ে হুজুর, নেহাৎ নাচারে পোড়ে ক'রতে হোলো। দেশতো মজতে বোসেছেই, ঘর দোরের তো চিহ্নও থাকবে না! তারপর কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো! অনেকগুলি ছেলেপুলে—খেতে না পেয়ে পথে পোড়ে ম'রবে একথা ভাবতে গেলেও বুকটা ফেটে যায়। প্রথম প্রথম যখন যুদ্ধ বাধলো, ঘর দোর ছেড়ে মাগছেলের মায়া কাটিয়ে হাতিয়ার নিয়ে ছুটে ছিলুম। তারপর একহপ্তা পরে ঘরে ফিরে এসে দেখি, কচি কচি ছেলেগুলো এক ফোঁটা দুধের অভাবে পাহাড়ের বুকের উপর পোড়ে চিঁ চিঁ ক'রছে! একবার খোদার দিকে চাইলুম; একবার ছেলেপুলের মুখের দিকে চাইলুম; ভাবলেম—খোদা যদি আফ্রিদী জাতকে রক্ষা করেন, তবেই রক্ষা হবে! নইলে কার বাবার সাধ্যি রাখে!—আপাততঃ ছাওয়াল গুলোত বাঁচুক!—তারপর সাহসে বুক বেঁধে বরাবর আপনার শিবিরে চোলে এলুম। কিছু ভিক্ষে কোরে নিয়ে যাব মনে করেছিলুম, কিন্তু আপনি মোটা মাইনে দেবেন বোল্‌লেন, কাজেই লোভে পোড়ে চাক্‌রী স্বীকার ক'র্‌লুম।

অজ। তোমায় চাক্‌রী দিয়েছি বোলে সেদিন বড় সাহেব আমায় বোলছিলেন "তুমি অতি অবিবেচনার কার্য্য ক'রেছ; ওরা আমাদের শত্রু, তুমি একদিন নিশ্চিন্ত

হোয়ে ঘুমিয়ে থাক্‌বে, যদি সেই সময় তোমার গলায় ছুরী দেয় ?"

আব। আপনি তাতে কি উত্তর দিলেন ?

অজ। আমি ব'ল্‌লুম, সাহেব। যাদের প্রাণে অন্যায় উচ্চ আশা বলবান্‌, তারাই গলায় ছুরী দেয়, তাদের ছোট খাটো প্রাণ, অতটা সাহস হবে কেন ?

আব। হুজুর! খোদা আপনাকে দুনিয়ার রাজা করুণ।—আপনার মত দেল্‌—আমি খুব কম লোকেরই দেখেছি! সাহেবকে আর একটা কথা বোলবেন—যে আফ্রিদী জাত যতই অসভ্য হোক, একদিনের জন্যে তারা যার নুন খাবে, তার পায়ের কাঁটা তুলে দেবার জন্যে বুক পেতে দিতে পেছপাও হবে না। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেসা করি, গোলামের বেয়াদবি মাপ ক'রবেন। আপনি এমন উঁচু প্রাণ নিয়ে দীন দুনিয়ার মালিক আল্লার এমন পেয়ারের জিনিস হোয়ে, এই গরীব বর্ব্বর আফ্রিদিদের ঘর জ্বালিয়ে দিতে ইংরেজ বাহাদুরের হোয়ে লড়াই কোরতে এসেছেন, এটা কি আপনার উপযুক্ত কাজ হোয়েছে ?

অজ। আবদুল,! খুব একটা গুরুতর প্রশ্ন ক'রেছ বটে! কথাটা কি জানো ? কাজ কর্ম্ম হাতে কিছু ছিল না, খেতুম-শুতুম হলোবা একটু কোন' দিন বেড়াতুম ; জীবনটা ক্রমেই এক ঘেয়ে হ'য়ে এসে ছিল! এমন সময়ে টীরা যুদ্ধ বাধলো! পাতিয়ালার মহারাজা আমায় বিশেষ অনুগ্রহ করেন, তিনি এসেছেন, আমিও তাঁর দলে ভলেন্টিয়ার হ'য়ে এসেছি।

আব। বেশ কোরেছেন; কাজ কর্ম্ম হাতে কিছু ছিলনা ব'লে মানুষ মারা কাজ হাতে নিলেন? রক্ত স্রোতে পাহাড়ের পাথর গলাতে এসেছেন? তার চেয়ে পাতিয়ালার মহারাজের আস্তাবোলের ঘোঁড়া গুলোর দড়ি কেটে দিয়ে তাদের পাছু পাছু ছুট্‌লেন না কেন? একটু কসরৎও হোতো ক্ষিদেও বাড়তো।

অজ। ব'লতে পার আবদুল—এ যুদ্ধ আর কদ্দিন চ'ল্‌বে?

আব। যতদিন আফ্রিদীদের একটি প্রাণীও জীবিত থাক্‌বে, যতদিন এদেশের একটী গাছের ও পাতা থাক্‌বে, যতদিন আমাদের সাধের জন্মভূমী শ্মশান না হয়ে যাবে, ততদিন এ লড়াই মিট্‌বে না। তবে আর বড় বেশী দেরি নয়। যখন আপনারা চিন্‌-নগরের ভেতর ঢুকে তাঁবু গাড়তে পেরেছেন, তখন সর্দ্দার বাহাদুর যে আর বেশী দিন যুঝে উঠতে পার্ব্বেন, তা বলে তো বোধ হয় না।

অজ। এই চিন্‌ নগরে তোমাদের সর্দ্দারের আড্ডা ছিল না?

আব। হাঁ হুজুর! সর্দ্দারের আড্ডা এই চিননগরেই ছিল; কালকের লড়ায়ে হেরে, চিন্‌নগর আপনাদের হাতে তুলে দিয়ে তিনি নিশ্চয়ই অন্য আড্ডায় চ'লে গেছেন।

নেপথ্যে। (বংশীধ্বনী!)

অজ। ও বাঁশীর আওয়াজ কিসের আবদুল? এই রাতেই কি লড়াই বাধবে না কি?

আব। না হুজুর! এ লড়ায়ের সঙ্কেত নয়। আপনি যে আফ্রিদী মেয়েদের গান শুনতে চেয়েছিলেন, নাচ দেখতে চেয়েছিলেন,

আমি তাদের সকালে গিয়ে খপর দিয়ে এসেছিলুম, তারা বাঁশীর সঙ্গে গান গায়। বোধ হয় তাদেরই দল আসছে।

অজ। তুমি যাও, তাদের নিয়ে এসো।

আব। যো হুকুম।

(প্রস্থান।)

অজ। এই অসভ্য বর্ব্বর জাতির মধ্যে স্বদেশের জন্য যে এরূপ সহৃদয়তা আছে, জন্মভূমির কল্যাণ কামনায় যে এরূপ আত্ম বিসর্জ্জনের অনুষ্ঠান আছে, তা আমি পূর্ব্বে জান্‌তুম না। যদি এখনো কোন' উপায়ে শান্তি স্থাপিত হয়, সন্ধিপত্র স্বাক্ষরীত হয়, তবেই এ জাতির মঙ্গল! কিন্তু অনেক ইংরেজ সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষ ইতিপূর্ব্বেই প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছে! এখন সন্ধির আশা বড়ই অল্প!

(আবদুলের সহিত দুইজন আফ্রিদী যুবক ও যুবতীগণের প্রবেশ।)

সক। বহুত বহুত সেলাম।

অজ। তোমাদের দেশের গান শোনবার জন্য—আমি বড়ই উৎসুক হোয়েছি, তাই আবদুলকে দিয়ে খপর দিয়েছিলুম।

প্র-যু। আপ্‌কা মেহেরবাণি। হুকুম হো তো আবি সুরু করে।

অজ। আমিও তো তাই চাই।

রমণীগণের বংশী যোগে নৃত্য ও গীত।

নর্ত্তকীগণ। গীত।

সুরতিয়া দেখাও নহী, প্রীতম্ প্যারে।
নয়নোমে, নয়না না, লাগাও হামারে॥

নজর মিলানা, দিল উলঝানা,
জিগর জলানা, তানা, হায়—
হায় বারী, হায় প্যারী, কাটারী,
মাতোয়ারে যারে ॥

অজ। বাঃ বাঃ অতি সুন্দর! অতি মনোহর! এই নাও তোমাদের ব'ক্সিস্। (মুদ্রা দেওন।)

সক। সেলাম হুজুর! হামি লোক আবি চলে।

(রমণীগণ ও যুবকদ্বয়ের প্রস্থান।)

আব। হুজুর! একটা বড় ভালো কাজ ক'রেছেন; ওদের সঙ্গে লড়ায়ের কথা বলেননি, বড়ই সুবুদ্ধির কাজ হ'য়েছে। ওরা অত শত বুঝতো না; মুর্খ গোঙারের দল, এখনি আপনাকে কড়া কড়া শুনিয়ে দিয়ে যেতো। ওরা আমারই মত গরীব, নেহাৎ পয়সার লোভে এসেছে! নইলে দেশের নামে ওদের চোক দিয়ে আগুন জোলে উঠ্তো!

অজ। আবদুল! তুমি কি পাগল হো'য়েছ? ওদের সঙ্গে আমি যুদ্ধের কথা কইতে যাব কেন?

(চারজন গুরখা সৈন্যের সহিত রহিম ও মমতাজের প্রবেশ।)

কি ব্যাপার? ওরা কারা?

প্রঃ সৈ। হুজুর।

মম। চুপকর—আমি উত্তর দিচ্ছি। আমি একজন আফ্রিদী সর্দ্দারের কন্যা, এই ব্যক্তি আমার শরীর রক্ষক, নাম রোহিম। কারকার রাজের যুদ্ধে—যে যুদ্ধে আমার পিতার আশীজন সৈন্য—

ইংরেজের তিনশত সুশিক্ষিত সৈন্যদের ধরাশায়ী কোরেছে সেই যুদ্ধে আমার পিতা পরাজিত হোয়ে, চীনূনগর পরিত্যাগ কোরে, অন্য আড্ডায় চোলে গেছেন। যথা সময়ে আমরা তাঁর সঙ্গে যোগদান ক'রতে পারিনি। আমি মাতৃহীনা, বৃদ্ধ আফ্রিদী সর্দ্দার আমার পিতা মাতা দুই'ই! তাঁর কোলে আমি আশ্রয় নিতে যাচ্ছিলুম, তাঁর চিন্তাবিগলিত প্রাণে শান্তি দেবার জন্যে বড় সাধের চিন্ নগরী পরিত্যাগ কোরে কঠিন পার্ব্বত্য পথে অগ্রসর হোয়েছিলুম! এমন সময়ে আপনাদের গুর্খা সৈন্যগণ কৌশলে ধৃত ক'রে-আপনার নিকট উপস্থিত কোরেছে।

রোহি। হুজুর! বেয়াদবি—মাফ বেয়াদবি! আমাদের কোন কসুর নেই!

অজ। তোমরা যে শত্রুর চর হোয়ে—কোন্ মন্দ অভিপ্রায়ে আসনি তা কিরকমে বুঝবো?

কেমন করে বুঝবেন, তার উত্তর দেওয়া—এ বর্ব্বর বংশীয় ক্ষুদ্র রমণীর ক্ষমতার অতীত। কথায় বিশ্বাস না হয়, যে দণ্ড অভিপ্রায় হয়, আজ্ঞা করুণ!

অজ। তোমার পিতার নাম কি?

মম্। পিতার নাম ধাম দেবার আমি আবশ্যক বিবেচনা করি না! পূর্ব্বেই বোলেছি, আমি একজন আফ্রিদী সর্দ্দারের কন্যা! কি ব'লবো,—নিরাশার ক্ষোভে—আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। আমি একেবারে নিরস্ত্র হোয়ে পথ চ'লছিলুম, সামান্য একখানি কুখরীও আমার সঙ্গে ছিলনা,—তা যদি থাকতো, তা হোলে আপনাদের এই চারজন গুরখা সৈনিককে বুঝিতে

দিতেম—আক্রিদী রমণীর বাহু দুর্ব্বল নয়—প্রয়োজন হোলে সিংহীনির বলধারণ করে।

অজ। কেন, তোমার এই সঙ্গীর নিকট ত' তরবারি ছিল?

মম। ওটা কি পুরুষ! ওটা একটা বন্য বানরের অপেক্ষা হীন প্রাণী! যুদ্ধ না কোরেই বন্দী হলো; ভয়ে আত্মহারা হোয়ে কোষবদ্ধ তরবারি নিশ্চেষ্ট কোরে রাখলে।

অজ। তুমি এখন কি চাও?

মম। কিছুই নয়; যদি হুকুম হয়, মুণ্ডুটা এই খানেই লুটিয়ে দিয়ে যে—তে পারি। আর যদি মেহের বানি কোরে আমার পিতার নিকট যেতে দেন, তা হোলে খোদার কাছে প্রাণ ভোরে আপনার মঙ্গল কামনা করি।

অজ। আর যদি তোমাদের বন্দী কোরে রাখি?

মম। তার জন্য প্রস্তুত হোয়েই এসেছি। ইংরেজ বাহাদুরের আর কি বেশী বাহাদুরী হোতে পারে বলুন? সহস্র সহস্র শিক্ষিত সৈন্য প্রেরণ কোরেও পদে পদে যুদ্ধে প্রতিহত হচ্ছেন। ইংরেজ বাহাদুরের বড়ই সৌভাগ্য, যে—ভারত রক্ষার জন্য তাঁরা বলবান গুরখা ও শিখ সৈন্যগণকে আপনাদের অধীনে রাখতে পেরেছেন! নইলে তাঁদের গোরা সৈনিকদের সাধ্য কি—যে—এই দুরারোহ পর্ব্বত শৃঙ্গ উল্লঙ্ঘন কোরে—অগনিত বন্দুকের অগ্নিরাশীর সম্মুখীন হোয়ে—হাসি মুখে বুক পেতে দেয়। একমুষ্টি চানা খেয়ে—তিনদিন অপ্রতিহত প্রভাবে যুদ্ধ করে। স্থির জানবেন,, যতদিন গুরখা ও শিখসৈন্য ইংরেজদের সহায় থাকবে, যতদিন গুরখা ও শিখ

সৈন্যগণের প্রভুভক্তি অটুট থাক্‌বে, ততদিন ভারতবর্ষের সুচ্যাগ্রভূমি অধিকার করে কার সাধ্য। গুরখা ও শিখসৈন্য ল'বে ইংরেজ যেখানে লড়াই করতে যাবেন, সেইখানেই ইংরেজ গৌরব অক্ষুন্ন থাক্‌বে, সব লালে লাল হোয়ে যাবে। বৃটিশ পতাকা সেই খানেই বিনা বাধায় উড্ডীয়মান হবে।

অজ। সর্দ্দার দুহিতা! তুমি অসভ্য আফ্রিদীবংশভূত হ'লেও তোমার ন্যায় রাজনীতি কুশল রমণী আমি অতি অল্পই দেখেছি। তোমার কোন চিন্তা নাই। তুমি মুক্ত, যেথায় ইচ্ছা চলে যেতে পার'। ইংরেজ সৈন্যের একটি প্রাণীও তোমার অঙ্গে হস্তার্পন ক'রবেনা। তোমার পিতার সহিত মিলিত হ'য়ে বৃদ্ধের উদ্বিগ্ন প্রাণ পরিতৃপ্ত কর। আমার আর কোন বাধা নেই।

মম। ধন্য আপনি! ধন্য আপনার বদান্যতা! আপনার এই উদারতার জন্য আমি চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাক্‌বো! যদিও আমি একজন ক্ষুদ্র নগণ্য আফ্রিদী রমণী, তথাপি আপনার এই উপকারের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ আমার কণ্ঠদেশের এই তক্তি আপনাকে উপহার দিয়ে যাচ্ছি। অনুগ্রহ কোরে গ্রহণ করুণ, এই আমার প্রার্থনা। খোদা না করুণ, যদি এই পার্ব্বত্য প্রদেশে কখনো কোন বিপদে পড়েন, যদি কখনো শত্রু হস্তে বন্দী হন, আমার এই তক্তি আপনার মুক্তির পথ আবিষ্কার কোরে দেবে। এক্ষণে বিদায় হই, আল্লা আপনাকে সেলামতে রাখুন।

রোহি। (স্বগত) আমর বেটী! কাফেরের হাতে গলার ত্যক্তি খুলে দিলে! আয়ায়ে পড়েছে, শালী নিশ্চয়ই আয়ায়ে পড়েছে! আচ্ছা বাবা—আমিও একচাল চালছি! রোহিম থাক্তে তুমি আর এক জনের সঙ্গে আয়াই ক'রবে! তার চেয়ে আমি আমার নিজের নাগীর টুঁটি নিজে কাটি না কেন? (প্রকাশ্যে) হুজুর! মেহেরবাণি কোরে আমাদের ছেড়ে দিলেন বটে, কিন্তু এই পাহাড়ের চার দিকে আপনাদের সৈন্যেরা ঘুরছে, আমাদের দেখ্তে পেলেই আবার পাকড়াও ক'রবে। যদি এতটাই ক'রলেন—তবে পায়ে পায়ে একটু এগিয়ে দিয়ে আসেন, তাহোলে—

অজ। উত্তম প্রস্তাব, চল আমি তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি। আবদুল্ যতক্ষণ পর্য্যন্ত ফিরে না আসি—খুব সাবধানে শিবির চৌকি দিও।

আব। যো হুকুম। (স্বগত) যাচ্ছেন বটে, কিন্তু গতিক বড় সুবিধে বুঝছিনে! একে মেয়ে মানুষ, তায় সুন্দরী! তার ওপর গলার তক্তির কারি কুরি, প্যাঁচ বেজায় ভারি, জিতি কি হারি!

মুম। (স্বগত) সুন্দর যুবক! সুন্দর প্রাণ! সুন্দরগঠন! এই নির্ম্মম নরঘাতী যজ্ঞের পুরোহিত হোয়ে এমন হৃদয়হীনস্থানে এ দেবতার কেন আগমন?

অজ। (স্বগত) যুদ্ধ জয় ক'রতে এসে, আফ্রিদী রমণীর নিকট কি পরাজিত হোলেম্? তীব্র জ্যোতীর্ম্ময়ী—কোমলতা রূপিনী অথচ অনন্ত তেজশালিনী! সুন্দর-মনোহর-তৃপ্তিকর! (প্রকাশ্যে)

চল আমি প্রস্তুত।—(অশ্বারোহী সৈন্যগণের প্রতি) তোম্‌লোক আপনা কাম্‌মে যাও।—

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পার্ব্বত্য প্রদেশ।

(আফ্রিদী সর্দ্দার ও মহব্বৎখাঁ।)

সর্দ্দা। মহব্বৎখাঁ! প্রাণ বড় চঞ্চল, মনের আবেগ ধ'রে রাখ্‌তে পাচ্ছিনে! বড় আদরের—বড় স্নেহের—একমাত্র কন্যা মমতাজ, জীবিত কি মৃত, কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা! চৌধ্‌ নগর পরিত্যাগ ক'রে, আমার নিকট আসবার সময় যদি শত্রু হস্তে বন্দী হ'য়ে থাকে, তা হ'লে আমার ক্ষোভের সীমা নাই। আর যদি সিংহের পুত্রী সিংহিনীর ন্যায় আচরণ ক'রে, অন্ততঃ চারজন—ওরখাঁ সৈন্যের বক্ষ-শোণিত ছুরীকার-ফলকে বিদ্ধ করার পর, আল্লার নামে প্রাণত্যাগ ক'রে থাকে, তা হ'লে আমার চোখের জল ফেল্‌বার, কাতর হবার, কোন কারণ নাই।

মহ। হুজুর! সবই খোদার মর্জ্জি। আপনি আমি যা চাওয়াব, তা ত' আর ঘ'টে উঠ্‌বে না; যে দিন যার নসীবে যা লিখে রেখেছেন, তা ফ'লতে হবেই। আমরা যতই হাঁকু পাঁকু করি, আল্লার কলম বাকি কেউ উল্‌টাতে পার্ব্বে না। ওসব ভাবনা ছেড়ে, এখন ইংরেজ বুকে কিসে পরিত্রাণলাভ

ক'র্বেন, স্বদেশ ও জন্মভূমির ভুট্টা গাছগুলো কি ক'রে বজায় থাক্‌বে, সেই বিষয়ে একটু মনযোগ করুন।

সর্দ্দা। বেশ বুঝতে পাচ্ছি—ইংরেজ যুদ্ধে আমাদের পরিত্রাণ নেই। তবে যতক্ষণ আফ্রিদী বংশের একটী প্রাণীও জীবিত থাক্‌বে, ততক্ষণ এক মুঠো চানা খেয়েও ইংরেজের সঙ্গে লড়াই ক'র্‌বে!

মহ। তাতে লাভ্‌টা কি? যদি স্পষ্টই বুঝে থাকেন যে, স্বপুরী এক গাড় হবে, তবে এমন যুদ্ধ নাই ক'ল্লেন?

সর্দ্দা। কি বল মহব্বৎ খাঁ? আফ্রিদীর সর্ব্বস্বধন স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়ে, খ্রীষ্টিয়ান জাতির পায়ের ধুলো মাথায় নেবো?

মহ। আজ্ঞা তা বলছিনে; রাঙা মুখের পায়ের ধুলো যে রাঙা নয়-তা আমি বেশ জানি! তবে আমার কথাটা এই, যে মানে মানে সম্ভ্রম বাঁচিয়ে, কোন রকমে সন্ধি ক'রে ফেলা!

সর্দ্দা। সন্ধি ক'র্‌তে গেলেই তো অধিনতা স্বীকার ক'র্‌তে হবে? তাই যদি ক'র্ব্ব, তবে এত রক্তপাৎ কল্লুম কেন? এত আত্মীয় স্বজনের প্রাণনাশ চক্ষের উপর দেখ্‌লুম কেন? আফ্রিদী জাতির বহু কষ্টার্জ্জিত ধনরাশী অকারণ অপব্যয় ক'র্‌লুম কেন?

মহ। সেটা আপনার গেরোর ফের! কোনখান দিয়ে—কি রকমে একটু পাপের স্রোত ব'য়ে গেছে, তারই জন্যে এই হানা-হানি—কাটা কাটী—মারা মারি—দুশ্চিন্তা—অর্থব্যয়!

সর্দ্দা। কি ব'ল্‌ছো! মুখ সামলে কথা কও, আমি পাপী?

মহ। হুজুর! বেয়াদবি মাপ ক'র্বেন, পাপ না হ'লে কখনো দুঃখ

আসে না; নিক্তির ওজনে খোদা দুনিয়াটাকে চালাচ্ছেন! একটু এদিক ওদিক হ'লেই একদিককার পাল্লা ভারি হবেই! কোথায় কোন্ দিন—জান্‌তেই হোক আর অজান্‌তেই হ'ক্—খোদার গণ্ডী দেওয়া জায়গার একটু বাইরে পা দিয়ে ফেলেছিলেন, নইলে হঠাৎ এতটা হাহাকার উঠতো না!

(হুসেন আলির প্রবেশ।)

সর্দা। কি খপর? এত ব্যস্ত হোয়ে এলে যে? এখনি কি যুদ্ধ বাধবে না কি?

হুসে। পিতা! বড় গুরুতর সংবাদ নিয়ে এসেছি! ইংরেজের একজন রাজপুত ভলেণ্টিয়ার, নাম অজয় সিংহ, আমার সহোদরা মমতাজের গলার তাক্তি চুরী কোরেছে! সে এখন এক পর্ব্বত গুহায় নিদ্রিত অবস্থায় শায়িত; আমি তাকে বন্দী ক'র্ব্বার আদেশ দিয়ে এসেছি।

সর্দ্দা। তুমি কি বাউরা হোলে নাকি? আমার কন্যার কণ্ঠের তাক্তি রাজপুত ভলেণ্টিয়ার কিরূপে অপহরণ ক'রলে?

হুসে। আমরা চীননগর পরিত্যাগ ক'রবার পর, মমতাজের আর কোন সংবাদ পাইনি! উদ্বিগ্ন চিত্তে তার অনুসন্ধানে বহিঃর্গত হোয়েছিলুম, মধ্যপথে রোহিমের সহিত সাক্ষাৎ হলো; তার নিকট অবগত হলুম, চারজন গুরখা সৈনিকের সহিত ঐ রাজপুত যুবক, এক পার্ব্বত্য উপত্যকায় তাদের আক্রমণ করে! ঘোরতর সংগ্রামে অজয়সিংহ আহত হয়। এক্ষণে সে এক গুহায় অস্ত্রাঘাতের যন্ত্রনায় অভিভূত হ'য়ে, অঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

মহ। তা হোলে মমতাজের গলার তাবিজটা চুরি হোলো কোন সময়ে? ভাবতো কিছু বুঝে উঠতে পাচ্ছিনে!

হুসে। আমি বিশেষ তত্ত্ব অবগত নই। রোহিম ব'ললে—সেই অপহৃত ব্যক্তি এখনও সেই রাজপুতযুবকের নিকট খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে। আমি বিশেষ বিবেচনা করবার সময় পেলুম না! যে পর্ব্বত গুহায় অজয়সিংহ নিদ্রিত, তারই চতুর্দ্দিকে আটজন আফ্রিদী সৈন্য, সতর্ক প্রহরীর স্বরূপ রক্ষা ক'রতে—রোহিমকে আদেশ দিয়ে এসেছি। পরে সে রাজপুত যুবক জাগরিত হোলে—আপনার নিকট বন্দি কোরে আনবার জন্য অনুমতি প্রদান কোরেছি।

সর্দ্দা। উত্তম কোরেছ। মমতাজ এখন কোথায়? সে নিরাপদে ফিরেছে তো?

হুসে। কোন চিন্তা নেই, মমতাজ অক্ষত দেহে আমাদের নিকট ফিরে এসেছে।

সর্দ্দা। শীঘ্র যাও, সেই রাজপুত যুবকের নিদ্রা ভঙ্গের পর আমার দরবারে উপস্থিত কর। আমি যথারীতি বিচার কোরে তার শাস্তি বিধান কর্ব্বো।

হুসে। আপনার অনুমতি শীরোধার্য্য।

(প্রস্থান।)

মহ। হুজুর—ব্যাপারটা কিছু বুঝলেন কি?

সর্দ্দা। এর আর বোঝা বুঝি কি?

মহ। বড়টা আঁচছেন—তত্তটা সোজা বুঝি নয়। রোহিম এমন কিছু প্যাগম্বর নয়—যে চারজন জবরা সৈনিক আর একজন

রাজপুত যুবককে হাতিয়ার ঘুরিয়ে খাপ কোরে ফেল্‌লে! আর তাই যদি কোরে থাকে, তবে অমূল্যজের ত্যক্তিটা চুরি হোল কোন্ সময়ে? অন্তর শিংহ কিছু যাদু বিদ্যা না জান্‌লে তো এরূপ চৌর্য্যক্রীয়াটা নিরাপদে সম্পাদিত হবার সম্ভাবনা দেখি না!

সর্দ্দা। তোমার কি বোধ হয়?

মহ। আমার বোধ হয় এর ভেতরে কিছু আমায়ের মাচ্‌কোফের আছে।

সর্দ্দা। তোমার যেমন কথা! এ ব্যাপারে আবার আমাই টেনে আন্‌লে কোথেকে?

মহ। আমাই কি আবার টেনে আন্‌তে হয় হজুর? উনি যখন মেহেরবাণী কোরে আসেন,—নারকোলের ভেতরে জল ঢোকার মতন—কেমন কোরে কোথা দিয়ে শুভাগমন করেন, কার বাবার সাধ্য বুঝে উঠে?

সর্দ্দা। যতক্ষণ না সেই রাজপুত যুবক বন্দি হোয়ে আসে, ততক্ষণ আমি স্থির হোতে পাচ্ছি নে। আমি আর অপেক্ষা ক'রবো না, অগ্রসর হোয়ে দেখি।

(প্রস্থান)

মহ। একে লড়ায়ের হাঙ্গামে প্রাণে ত্রাহি ত্রাহি, তার ওপর যদি মূর্ত্তিমান পিরিত পেরেত এসে ঢুকে থাকেন, তাহোলে আর চোখে কাণে দেখ্‌তে দেবে না! রাজপুতগুলো শুনেছি দেখ্‌তে বেশ খাপ সুরৎ হয়! সর্দ্দারের বেটি বোধহয় তার চাঁদপানা মুখখানা দেখে থাক্ বুক শুঁজ্‌তে এসেছে। নইলে

বাবা গলার তক্তি,—প্রাণের তক্তি উপ্‌চে না পড়লে কি খুলে দেওয়া যায়? রোহিম মিয়া যে বীরত্বের বড়াই কোরেছেন, সেটা আগা গোড়া মিথ্যা! মম্‌তাজের ওপর তার একটু বিশেষ রকম নেক্‌নজর আছে, তা আমি অনেক দিন থেকে লক্ষ্য ক'রেছি। ঈর্ষের আগুন দাউ দাউ জ্বলে উঠেছে, তাই মিয়াসাহেব আমার কড়ুয়া কড়ুয়া হোয়ে অজয় সিংহের উপর চুরির দাবি দিয়েছেন। পিরিত টা বড় ছেঁচড়া জিনিষ বাবা, না কোরেও থাকা যায় না; আর করতে গেলেও চোখের জলে নাকের জলে সারা হোতে হয়। আমি কোন পথে যাই বল দেখি?

গীত।

পিরিত করবো কি না ভাবচি তাই।
মাঝ দরিয়ার তুফান বড়—তাইত' ভয়ে শুকিয়ে যাই॥
প্রথম যখন গা ঘেঁসে আসে,
মুখটী চেয়ে—ঠাণ্ডা মেয়ে বেশ হাঁসি হাঁসে,
বাগিয়ে নিয়ে ধিঙ্গি হ'য়ে, সুর ফেরাতে কসুর নাই।
দুদিন মজা, শেষটা সাজা,
পিরিত করার এইত ধাঁজা,
হও না কেন রাজার রাজা,
এদিক ওদিক নাইক ভাই॥

(জুলিয়ার প্রবেশ।)

জুলি। মহব্বৎ খাঁ! ব'লতে পার, মম্‌তাজ ফিরে এসেছে কিনা?

মহ। যদি তার খপরদিই, তা হোলে আমায় কি দাও বল দেখি?

জুলি। তুমি যা চাইবে তাই দেবো।

মহ! ও বাবা! এ যে করুণার অ্যাট্‌ল্যান্টিক্ ওসান্ দেখ্‌ছি। অতটা মেহের বাণীর দরকার নেই চাঁদ; আমি গোটা দুই কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো, তারই পরিষ্কার রকম উত্তর চাই। আমি একটা বিশেষ ধোঁকায় পড়েছি, সেটা তোমায় মিটীয়ে দিতে হ'বে।

জুলি। বেশ তো—এখনি দিচ্ছি। তুমি আগে বল, মম্‌তাজ এসেছে কি না?

মহ। কোন চিন্তা নেই, মম্‌তাজ সম্পূর্ণ নিরাপদ। অক্ষত শরীরে সমস্ত বিপদ আপদ অতিক্রম কোরে আজই এখানে এসে পৌঁছেচেন।

জুলি। আঃ বাঁচলুম, আল্লা তোমার ভাল করুন।

মহ। আল্লাতো কারুরই মন্দ করেন না; তিনি সকলেরই ভাল ক'র্‌বার জন্যে ব্যস্ত! আমরা নিজেরাই গোলমাল কোরে ফেলি, তাতে তাঁর কি দোষ দেবো বল? ও কথা যাক্, আমার ধোঁকাটা মিটীয়ে দাও দেখি?

জুলি। কিসের ধোঁকা মহব্বৎ খাঁ?

মহ। বোলে দিতে পার, আমি কোন পথে চলি?

জুলি। সে আবার কি?

মহ। অর্থাৎ পিরিত কারি কিনা?

জুলি। এ কথার জবাব আমি কি দেব বল?

মহ। তুমি দেবে না তো কি আমার নানী এসে দেবে? যার যা কাজ; তোমরা হোলে পিরিতের তেল বারকরা কল—

আমরা হোলেম সর্ষে ; তোমরা প্রাণ তোয়ে পাক দিলে তবে ত' খাঁটী সর্ষের তেলের জন্ম হবে? কাজেই পিরিত ক'রবো কিনা তোমাদের জিজ্ঞাসা ক'রবো না তো—কাদের জিজ্ঞাসা ক'র্ব্বো?

জুলি। যদি সব ভাসিয়ে দিতে পার, তবে ও কাজে এগোও। আর তাতে যদি পেছপাও হও, তবে পিরিতের নাম পর্য্যন্ত মুখে এনো না।

মহ। ভাস্‌তে হোলে তো আমায় একাই ভাস্‌তে হবে? তোমরা তফাতে বসে মজা দেখ্‌বে—আর দুহাতে হাঁড়া হাঁড়া কাবাব্ আর পোলাও বদনে তুল্‌বে? তা এরকম বিচার মন্দ নয়।

জুলি। কাজের নায়েক্ হোলে কি আর একলা ভাস্‌তে হয়? প্রাণ যে দিতে জানে—সে নিতেও জানে ; পিরিতটা ছেলে খেলার জিনিষ মনে করনাকি?

গীত। ৩নং

ছেলে খেলা নয়কো পীরিত চাই কো এতে কড়া জান।
প্রথম চোটে যাবে ছুটে লজ্জা সরম অভিমান॥
ভাত যাবে না পেটে মোটে, এক হবে না দুটী ঠোঁটে,
চল্‌তে পথে ধুলো খেতে, প্রাণ হবে হায়রাণ।
দেহখানা মারের চোটে, থাকে কি না থাকে মোটে,
কেবল হোঁচট্—বেজায় সে চোট, দিন দুপুরে লবে জান॥

(প্রস্থান।)

মহ। ও বাবা! এ যে ধুকড়ীর ভেতর খুকড়ী চাল দেখ্‌ছি! শালী প্রাণের ভেতর পিরিতের বাজার বসিয়ে রেখেছে!

অথচ এক ছটাক ঘিয়ের অভাবে ক্ষিদের ছট্‌ফট্‌ কোরে ম'র্‌ছে। এখন গুটী গুটী দরবারের দিকে যাই, দেখি সে রাজপুত যুবকের পরিণাম কোন্‌ পথে যায়।

(প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

পার্ব্বত্য পথ।

(মমতাজ ও সহচরীগণের প্রবেশ)

সহচরীগণ। গীত ৩ নং।

মুখের তোমার গরব কি চাঁদ,
দেখ এ চাঁদ বদন পানে।
তোমার মত কত শত লুটিয়ে আছে ন'খের কোনে॥
সোনার বরণ হেরে চাঁপা,
বিরাগ ভরে পাতা চাপা,
মধুর স্বরে পালায় দূরে কোকিল বধূ হারমেনে॥
চকোরী হেসে হেসে, অধর সুধা নেবার আশে,
উধাও হোয়ে ছুটে আসে চেয়ে থাকে আকুল প্রাণে॥

(সকলের প্রস্থান।)

দুইজন আফ্রিদী সৈন্যের সহিত অজয় সিংহের প্রবেশ।

অজয়। আমি বন্দি হলেম কেন?

১ম সৈ। জানি না।

অজয়। আমায় নিরস্ত্র কল্লে কেন?

২য় সৈ। জানি না।

অজ। আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

১ম সৈ। সর্দারের দরবারে।

অজ। কি প্রয়োজনে?

২য় সৈ। তা জানিনা। আমরা হুকুমের গোলাম, হুকুম তামিল কত্তে চলেছি।

অজ। কার হুকুম।

১ম-সৈ। হুকুম আবার কার? আমাদের রাজা, সর্দার বাহাদুরের।

অজ। উত্তম! আফ্রিদী জাতি এতদূর বিশ্বাসঘাতক, এতদূর কৃতঘ্ন, তা আমার ধারণা ছিল না।

২য়-সৈ। চোপ্ রাও;—ওসব কথা মুখে আনবেন না।

অজয়। কেন আনব'না? তোমরা কি মনে কর, আমি প্রাণভয়ে কাতর,—জীবন বিসর্জ্জনে পশ্চাদপদ! আমি যদি তোমার প্রভু কন্যার প্রাণ রক্ষা না ক'রতেম,—আফ্রিদী সর্দারের একমাত্র দুহিতার অস্তিত্ব এতক্ষণ পৃথিবীহতে বিলুপ্ত হত সে উপকারের এই বুঝি প্রতিদান? সে কৃতজ্ঞতার এই বুঝি বিনিময়? ছিঃ-ছিঃ! সংসারে এতদূর কপটতা সম্ভব—তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি! ধন্য নারী চরিত্র? ধন্য রমণী হৃদয়! মধুরাক্ষের মধুর বচনে, নয়ন কটাক্ষে, পবিত্র হাব

ভাবে, আমি তাকে দেবীত্বের আসন প্রদান করেছিলুম। পরিশেষে আমার সহিত এই ছলনা? উপকারীর সহিত এইরূপ ব্যবহার?—না না বিশেষ তত্ত্ব অবগত না হয়ে মমতাজকে অপরাধিনী করা আমার কোন মতে কর্ত্তব্য নয়? পুরুষের দ্বারায় যত সহজে যত অল্প কারণে বিশ্বাসঘাতকতা সম্ভব, স্ত্রীলোকের দ্বারায় তা কখন' হোতে পারে না! রহস্য জটীল. ব্যাপার গুরুতর! অদৃষ্টে কি আছে, একমাত্র জগদীশ্বরই অবগত!

(রোহিমের প্রবেশ।)

রোহি। তোমরা এখনও বিলম্ব কচ্ছো কেন? এই বন্দির জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হ'য়ে. সর্দ্দার দরবারে অপেক্ষা কচ্চেন!

অজয়। কেও রহিম? এই বুঝি তোমার বীরত্ব, এরই নাম মনুষত্ব, এইরূপ ব্যবহারকে তোমরা পুরুষত্ব বল? সে বিপদের কথা কি ভুলে গেলে? গুরখা সৈনিকগণের তরবারির আঘাতে খণ্ড খণ্ড হ'য়ে তোমার ঐ নশ্বরদেহ এতক্ষণে ধুলিধুসরিত হ'য়ে থাকত', আমি তোমাকে বাঁচিয়েছিলেম, আমি তোমার প্রাণ দান দিয়েছিলেম, আমি তোমার জীবন রক্ষা ক'রেছিলেম, এই বুঝি তার প্রতিদান? তোমাদের শাস্ত্রে উপকারের প্রত্যুপকার বুঝি এই ভাবেই লিপিবদ্ধ? রোহিম,— বিচার এই খানেই শেষ হবেনা;—তুমি আফ্রিদী সর্দ্দারের প্রিয়পাত্র ব'লে পৃথিবীতে তোমার শাস্তি না হোতে পারে,—কিন্তু আর একজন দুনিয়ার মালিক আছেন, তিনি সকলের বড়, তাঁর কাছে রাজা প্রজা সবই সমান, একদিন

সকলকেই তাঁর নিকট উপস্থিত হ'তে হবে ; তাঁর কাছে অবিচার নাই।—সেইখানে গিয়ে কি জবাব দিহি করবে, এখন থেকে ভেবে স্থির কর! তিনি অন্তর্য্যামী, মিথ্যা বলে রক্ষা পাবেনা, কুটীলতার প্রশ্রয় তথায় নাই। বিশ্বাস ঘাতকতার শাস্তি অবশ্য গ্রহণ করতে হবে, নইলে দুনিয়া মিথ্যা,—খোদা মিথ্যা,—ধর্ম্মশাস্ত্র মিথ্যা,—পাপপুণ্য মিথ্যা!

রোহি। ওহে বাপু—গলাবাজি ছেড়ে এই ধারটায় এসো দেখি, চুপি চুপি তোমায় একটা কথা বলি।—(অজয় সিংহকে এক পার্শ্বে লইয়া গিয়া জনান্তিকে) বলি বাপধন খুবতো ধর্ম্মের বক্তৃতা ঝাড়্‌লে, আমারাও যে ধর্ম্ম পুস্তক দুই এক পাত না ওলটান আছে, তা মনে ক'রোনা। সব জানি, সব বুঝি, কিন্তু বাবা তোমার আক্কেলের মুখে আমি ঝাড়ুর বাড়ি মারি! এতটুকু বেলা থেকে কত যত্ন করে,—কত সার চড়িয়ে;—কত আওতা দিয়ে—আসনায়ের চারা গাছটিকে খাড়া ক'রে তুলুলুম, তুমি যে ঝাঁ ক'রে একদিন দেখা দিয়ে, দুটো মালায়েম বাক্যি ঝেড়ে, আমার বড় সাধের গাছটিকে নাড়া দিয়ে—ফল পেড়ে খেতে সুরু ক'র্‌বে.—এতো বাবা প্রাণে সইবে না। মমতাজকেতো একদিনেই পীরিতের লাট্টু বানিয়ে ছেড়েছ, তুমি যে বাবা কারদানি ক'রে লেত্তি ছেড়ে দিয়ে তাকে ঘর পার ক'রবে, এ জ্বালা তো বাছ বুকে সইবে না!

অজ। ওঃ—তাই বল, আর আমার বল্‌বার কিছুই নেই। কোথায় তোমাদের সর্দ্দারের দরবার, আমায় নিয়ে চল।—

(সকলের প্রস্থান।)

(বেগে মমতাজের প্রবেশ।)

মম্। একি সর্ব্বনাশ,—একি দৈব দুর্ব্বিপাক একি ঘোরতর বিড়ম্বনা!—অজয়সিংহ বন্দী? আমার প্রাণদাতা—রক্ষাকর্ত্তা—পরম উপকারী অজয়সিংহ আজ বিনা অপরাধে শত্রু হস্তে আবদ্ধ? কি হবে! ওঁর কি অপরাধ! কেন ওঁর এ দুর্দ্দশা হ'ল? আমি তো কিছুই বুঝতে পার্‌ছিনি। শেষ রাত্রে নিরাপদ হয়ে আমরা যখন পিতার রাজ্যে এসে পৌছিলাম,—তখন অজয়সিংহ অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হ'য়ে গুহার মধ্যে নিদ্রিত হ'য়ে পড়েন। তারপর তো আমি আর কোন সন্ধান জানিনা! কে এ বিশ্বাসঘাতকতা ক'ল্লে? উপকারি বন্ধুর বুকে কে এ নির্ম্মম ছুরিকার আঘাত ক'ল্লে? নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক চাঁদের পবিত্র ললাটে—কে এ কলঙ্কের রেখা এঁকে দিলে! কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা—কোথা দিয়ে কি হ'য়ে গেল কিছুই জানতে পাচ্ছি, না। যে উপায়ে হোক, আমার উপকারীকে রক্ষা ক'র্‌তেই হবে যাঁর কৃপায়,—যাঁর করুনায়—আমি গুরখা সৈন্যদের করাল কবল হোতে উদ্ধার পেয়েছি—যেমন ক'রেই হোক্ সে মহাপুরুষকে বাঁচাতে হবে নইলে পৃথিবীতে প্রত্যুপকার বলে জিনিষ থাকবে না! ধর্ম্মের আদর বিলুপ্ত হবে! কৃতজ্ঞতার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত মুছে যাবে। খোদা—খোদা—আমার সর্ব্বস্ব নাও,—এ বর্ব্বর রমণীর ক্ষুদ্র প্রাণ এই মুহূর্ত্তেই তোমার চরণে উৎসর্গ ক'র্‌ছি,—আমার ধর্ম্ম-অধর্ম্ম-পাপ পুণ্য-স্বর্গ নরক সব তোমায় বিলিয়ে দিচ্ছি,—আমার কিছু চাইনা—কারুকে চাই না—কোন প্রিয় বস্তুর আকিঞ্চন নাই, অজয়

সিংহকে রক্ষা কর। দোহাই আল্লা দোহাই তোমার—মেহের-বাণীকর, মেহেরবাণী কর। আমার প্রাণের প্রাণ রাজপুত যুবককে এই ঘোরতর বিপদ হ'তে মুক্ত কর!—

গীত।

জীবন যৌবন, সাধে বিলাইনু
চরণে পরিনু প্রেমডোর।
মরমের বীণা, আর বাজিবেনা,
কোথা মম প্রিয় মনচোর॥
কত আশা বুকে, ধরেছিনু সুখে,
সাধেবাদ কেবা সাধিলরে,—
চাঁদিনীর রাতি, জোছনার ভাতি,
নিরাশা আঁধারে ঢাকিলরে;—
হা হা হত বিধি, ছি ছি তব একি বিধি,
ভেঙ্গে দিলি কেন ঘুম ঘোর।
পাখীর কুজনে, আঁখির মিলনে,
সোনার স্বপন হোল ভোর॥

(প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

—০—

দরবার।

আফ্রিদী সর্দার, হুসেন আলি—মহব্বত খাঁ—রোহিম—আফ্রিদী সৈন্যগণ ও আফ্রিদী রমনীগণ।

আফ্রিদী রমনীগণ। গীত।

আও, আও, গাও গাও সব সখি গানা।
রঙ্গ রলিয়াঁকা ব্যক্ত হ্যায় সোহানা॥

সব জগৎ কা ও পালন্ হার,
তুঝপর ম্বারি অওর বল্ হার,
তু হ্যায় মালিক সরজন্ হার:
বিন্‌তি তুম্‌সে বার্ বার্—
রহে দিল শাদ্ দুনিয়ামে,
রহে আবাদ্ দুনিয়ামে,
হামারা শা, সবকা শা, পেয়ারা শা, মালিক শা হ্যায় দানা॥

আ-স। কোথায় সে রাজপুত বন্দী, শীঘ্র এই স্থানে উপস্থিত কর।

রোহিম। যো হুকুম।—(সঙ্কেত করণ ও দুইজন আফ্রিদী সৈন্যের সহিত অজয় সিংহের প্রবেশ।

আ-স। বন্দি!—তুমি জান, কি গুরুতর অপরাধে তুমি অপরাধি? কেন তোমায় নিরস্ত্র ক'রে এখানে আনা হয়েছে?

অজ। জানবার কোন বিষয় আমার নাই, প্রয়োজন ও বিবেচনা করি না। কি দণ্ড আমার প্রতি আজ্ঞা হয় শীঘ্র অনুমতি করুন আমি নিশ্চিন্ত হই।

আ-স। সমতল ক্ষেত্রে বাস করেও ভদ্র ভাষা তুমি কি শিক্ষা করনি? রাজার সম্মুখে কিরূপ ভাবে উত্তর দেওয়া উচিৎ—তাকি তোমার অজ্ঞাত?

অজ। রাজা কে?—অসভ্য বর্ব্বর অকৃতজ্ঞ আফ্রিদী সর্দারকে রাজা বলে সম্মান প্রদর্শন ক'ত্তে আমি প্রস্তুত নই।

আ-স। খ্রীষ্টিয়ান জাতীয় পদধূলি জীবনে কি তবে এক মাত্র সম্মানীয় সামগ্রী বিবেচনা করে নিশ্চিন্ত আছ? ইংরাজের বুট কি

এতই প্রিয় বস্তু? ইংরাজের আচার ব্যবহার কি এতই হৃদয় গ্রাহি? সত্য সত্যই কি রাজপুত জাতী দাসত্ব ক'র্‌তে জন্ম গ্রহণ ক'রেছে?

অজয়। রাজপুত জাতি দাসত্ব ক'র্‌তে জন্মগ্রহণ করেচে কি না— সে কথার উত্তর তোমায় দেওয়া অনাবশুক বিবেচনা করি। ইতিহাসই তার জলন্ত প্রমাণ; তবে পাপের ফল পৃথিবীতে সকলকেই ভুগ্‌তে হয়! রাজপুত জাতি নিশ্চয়ই গুরুতর পাপ ক'রেছে তার ফলেই জগদীশ্বর তাদের স্বাধীনতা হ'তে বঞ্চিত ক'রেছেন। তবে এ কথা মুক্ত কণ্ঠে বল্‌তে পারি, ইংরাজের যতই দোষ থাক, তারা বিশ্বাসঘাতক নয়, উপকারীর উপকার বিস্মৃত হয় না—যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্যতর সম্মান প্রদর্শন করা ইংরাজের জাতীয় ধর্ম্ম,— নইলে ভগবান তাদের অতবড় ক'র্‌তেন না, নইলে ইংরাজ আজ সমগ্র ভারতের ভাগ্য বিধাতা হ'তো না, নইলে ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী ইংরেজের প্রতি এত অনুকূল থাক্‌তেন না।

মহব্বত। হুজুর কিছু মনে করবেন না, আমারও ঐ মত; ইংরাজের যতই দোষ থাক্, তাদের এমন কতক গুলো গুণ আছে, যাতে খোদা তাদের একছত্র রাজ্য করা উপযুক্ত বিবেচনা করেছেন; নইলে সাতসমুদ্র তের' নদী পার হ'য়ে এসে সব ভারতবর্ষ লালেলাল ক'রে দিতে পার্‌তেন কি? মনে করেন কি—আল্লার রাজ্যে বিচার নাই?

হুসেন। এতটা যদি বুঝে থাকেন, তবে হেথায় পড়ে থেকে কেন এত

কষ্ট পাচ্ছেন, ইংরাজ বাহাদুরের কাছে গিয়ে তাদের গোলামত্ব স্বীকার করুন!

আ-স। উত্তম প্রস্তাব, মহব্বত খাঁ - তুমি তাই কর, তোমার মত উচ্চ হৃদয় সম্পন্ন ব্যক্তির সমতল ভূমিই যোগ্য বাসস্থান।

রোহি। অমন সাদা সিদে প্রাণ নিয়ে এমন এবড়ো খেবড়ো পাহাড়ের মাঝখানে প'ড়ে কেন মাটী হ'চ্চেন মহব্বত খাঁ?— আপ্‌নার ভালই করুন, দিন কিনে নিন্, ইংরাজের বুট সাফ ক'রে দোক্কাকের পথ পরিষ্কার করুন!

মহ। আপনার সঙ্গে তো কথায় পেরে উঠ্‌বো না রোহিম সা— আপনি হ'লেন প্রমিক ব্যক্তি; চব্বিশঘণ্টা আস্‌নায়ে ডুবে আছেন, আপনার সঙ্গে কথা কাটাকাটি ক'ত্তে হ'লে আকুল ফজেলকে——ছেড়েদিতে হয়।

আস। বৃথা বাক্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই। রাজপুত যুবক! তুমি আমার কন্যার গলার তক্তি চুরি ক'রেছ! এই অপরাধে তোমার প্রাণদণ্ড হবে। শাস্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হও।

অজয়। প্রস্তুত বহুক্ষণ পূর্ব্বেই হ'য়েছি; দোষীই হই আর নির্দ্দোষীই হই, আপনার ন্যায় বিচারে আমার প্রাণ দণ্ড হবে তা আমার অবিদিত নেই। তবে মৃত্যুকালে আমি দর্পের সহিত এ কথা বলে যাব' আমি চোর নই। চৌর্য্যবিদ্যা আফ্রিদী প্রদেশে যত প্রবল, রাজপুত রাজ্যে তত নয়, আমি আপনার কন্যার কণ্ঠের তক্তি অপহরণ করি নাই। এ বিষয়ে আমি নির্দ্দোষ!—

আস। কি—তুমি নির্দ্দোষ? রোহিম সা!

রোহি। হুজুর!

আ-স। মমতাজের তক্তি চুরির সম্বন্ধে তুমি কি জান ?

রোহি। হুজুর—কথা কাটাকাটির দরকার কি ? উনি তক্তি চুরি করেছেন কি না ; ওঁর পরিচ্ছদ খুঁজলে জানা যাবে, বামাল ওঁর কাছে এখনও মজুত !

অজয়। পরিচ্ছদ অন্বেষণে প্রয়োজন নাই। আমি স্বীকার ক'চ্ছি, সে তক্তি আমার নিকট আছে। আমি তা চুরি করি নাই, সর্দার-দুহিতা আমায় অনুগ্রহ করে উপহার দিয়েছেন।

রোহিম। কেন মমতাজের কি আর নিকে করবার লোক জোটেনি, তাই খুঁজে পেতে প্রাণের আবেগে দেশের শত্রুর হাতে গলার তক্তি খুলে দিলেন !

মহা। আহা ! রোহিম সা মিয়ার মধুর ভাষার কি হৃদয়গ্রাহী ঝঙ্কার ! যেন রুমের বাদসার মসনদে বসে হুরির দল সারেঙ্গের সঙ্গে গলা দিচ্চে।

আ-স। রাজপুত যুবক ! তোমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন ক'র্ত্তে আমি প্রস্তুত নই। তুমি তক্তি চুরি ক'রেছ, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই ! তোমার প্রাণদণ্ড হবে, এই আমার আদেশ। রোহিমসা ! রক্ষিদের হুকুম দাও, অজয় সিংহকে বধ্য ভূমিতে লয়ে যায়।

(বেগে মমতাজের প্রবেশ।)

মম। পিতা—পিতা—সর্ব্বনাশ করবেন না। পবিত্র মুসলমান ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেবেন না। আফ্রিদী জাতিকে চিরজন্মের মতন ডোবাবেন না। সভাস্থ সকলের নিকট আমি মুক্তকণ্ঠে বলছি ; সরল প্রাণে স্বীকার কচ্চি ; আমার গলার তক্তি

আমি স্বেচ্ছায় এই রাজপুত যুবককে খুলে দিয়েছি। আমার প্রাণ রক্ষার বিনিময়ে অকিঞ্চিৎকর স্মৃতিচিহ্ন প্রাণের আবেগে খুলে দিয়েছি। এতে যদি অপরাধ হ'য়ে থাকে, আমায় দণ্ড দিন। অজয় সিংহ নির্দ্দোষ, ওকে ছেড়ে দিন।

আ-স। ছিঃ ছিঃ তোর এত দূর নীচ অন্তঃকরণ, আমার কন্যা হ'য়ে আফ্রিদী সর্দ্দারের একমাত্র নন্দিনী তুই—কাফেরকে গলার তক্তি খুলে দিলি! তুই এতদূর নির্লজ্জা, এতদূর আত্মজ্ঞান শূন্যা।

মম। পিতা! খোদার দোহাই, আমি অপরাধিনী, আমার প্রাণ-দণ্ড করুন, আমি প্রাণ খুলে বলুচি—রাজপুত যুবককে আমি ভালবাসি! নিজের জীবন অপেক্ষা বেশী ভালবাসি—ভালবাসা কাকে বলে তা আমি জানতুম না কখন কাকেও ভাল বাসিনি! হৃদয়ের কোণে কেউ কখনও স্থান পায়নি! জানিনি কি কুক্ষণে আমি অজয় সিংহকে রেখে ছিলুম, মজেছি, ভালবেসেছি, একেবারে ডুবেগেছি, আমার আর উপায় নেই!

আ-স। আর শুন্‌তে চাই না, আর বলিস্‌নি, আর প্রাণের ভেতর আগুন জ্বালিস্‌নি; কালামুখি! আমার সর্ব্বনাশ কল্লি, আমার মান সম্ভ্রম সমস্ত ডুবিয়ে দিলি! তুই যে আমার বড় আদরের কন্যা! ভাল যা হবার হ'য়েছে, এখন আমার কর্ত্তব্য আমি করি। (অজয়ের প্রতি) শোন্ অজয় সিংহ, আমার কন্যার মুখে যা শুন্‌লাম, তাতে তোমার প্রাণ দণ্ড করা এক্ষনে আমার পক্ষে অসম্ভব; তোমায় আমি যা প্রস্তাব ক'রব তাতে যদি সম্মত হও তবে তোমার জীবন দান ক'ত্তে পারি!

অজ। কি প্রস্তাব না শুন্‌লে আমি কোন উত্তর দিতে পারি না।

আ-স তোমার ভ্রান্তি পূর্ণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে আমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ ক'ত্তে হবে। এতে তুমি সম্মত আছ

অজ্ঞ। ধর্ম্মত্যাগ কর্‌বো? আফ্রিদী সর্দ্দার! তুমিকি আমাকে এতই হীন মনে কর’? তুচ্ছ প্রাণের ভয়ে। আমি কি এতই কাতর! শীঘ্র আমায় বধ্য ভূমে নিয়ে যেতে আদেশ দাও। আমার প্রাণ দণ্ড হোক্ আমার জীয়ন্তে নরক যন্ত্রণার অবসান হোক! আর বিলম্ব করতে পারি না ধর্ম্ম ত্যাগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

আ-স। বটে—এতদূর স্পর্দ্ধা? যাক্ যাক্ আমার সব যাক্-আমার সব যাক্ আফ্রিদী-রাজ্য ধ্বংস হোক? আমার বংশ লোপ হোক,—আমার একমাত্র কন্যা জাহান্নমে যাক,—ওরে তোকে যে আমি বড় ভাল বাসতুম, তোর পাঁচ বৎসর বয়সের সময় তোকে আমার কোলে দিয়ে তোর মা কবরে গিয়ে শুয়েছে। শেষে তুই আমার এই কল্লি? আমার বংশে কালিঢেলে দিলি? যাক্ যাক্ যা হবার হোক্। খোদার মর্জ্জি কে রোধ ক’র্‌তে পারে। রোহিম-সা, শীঘ্র এই রাজপুত যুবককে বধ্যভূমে লয়ে যাও! এক ঘণ্টার মধ্যে এর ছিন্ন মুণ্ড আমায় এনে দেখাও!

রোহি। যো হুকুম। (প্রহরিগণের প্রতি) লে চল’।

মম। দাঁড়াও দাঁড়াও একটু দাঁড়াও! আমি একবার শেষ দেখা দেখে নিই। রাজপুত যুবক, তুমি নিশ্চিন্ত হ’য়ে যাও! বুকে বল বেঁধে, আল্লার নাম স্মরণ করে, অগ্রসর হও। খোদা যদি যথার্থ থাকেন, সেই দুনিয়ার মালিকের মাহাত্ম্য যদি একেবারে না লোপ পেয়ে থাকে, ধর্ম্ম যদি না একেবারে জাহান্নমে গিয়ে থাকে, পবিত্র ভালবাসার যদি কিছু মাত্র মূল্য থাকে, তবে আমি স্পর্দ্ধা করে বলছি তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করে কার সাধ্য তোমার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করে কার ক্ষমতা? সংসারে তোমার অস্তিত্ব লোপ করে এমন সয়তান কে আছে! দাঁড়াও দাঁড়াও আর একটু দাঁড়াও আর এক বার দেখি, আমার জীবন দাতার পবিত্র পাদপদ্মের পবিত্র ধুলি মস্তকে ধারণ করে কৃতার্থ হই!—

(সকলের প্রস্থান)।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পর্ব্বত প্রদেশস্থ বধ্যভূমি।

(অজয়সিংহ, রোহিম ও আফ্রিদী সৈনিকদ্বয়)

রোহি। কেমন অজয়সিংহ মিঞা! রহিম চাচাকে এখন চিনলেতো? আমার বুকে দাগা দিতে গেছলে? এখন ঠেলা বোঝা! মোম্তাজ, আমার শিরতাজ: তাকে পর ক'রে দিয়ে—আমার মাথায় বাজ হানবার যোগাড় ক'রে তুলেছিলে! অতটা খোদার বিচারে সইবে কেন বাবা? জাত আলাদা, দেশ আলাদা ধর্ম্ম আলাদা, তুমি সোণারচাঁদ উড়ে এসে জুড়ে ব'সে-খাঁ ক'রে কেল্লা দখল ক'র্‌তে চাও? ঐ দেখ'—স্যিয্যি ডুবছে, দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে,—ঐ সঙ্গে সঙ্গে তোমারও জানের বাতি নিবে আসবে! তৈয়ের হও—আর সময় নেই। স্বদেশ, জন্মভূমী, বাপ, মা, আত্মীয়-স্বজন, আর যত কিছু পেয়ারের জিনিষ আছে, একবার চিরজন্মের মত ভেবে নাও! কথা ক'চ্ছো না যে,—মত্তে ভয় হচ্ছে?—

অজয়। দেখ রহিম! যে যত বড় যোদ্ধা হ'ক্, যত বড় দাম্ভীক হোক্, যত বড় নির্দ্দয় হোক, নিরাশ্রয় অবস্থায়-শত্রুপুরী মধ্যে—প্রাণে নিরাশার আগুণ ধূ ধূ জ্বালিয়ে, আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব

শূন্য হ'য়ে, বিনা অপরাধে—অনাদরে - অবিচারে—জীবন বিস-র্জ্জন দেবার সময়, প্রাণ কেঁদে ওঠে বৈকি ! ভয়ের সঞ্চার নিশ্চ-য়ই হয় ! মন মমতায় অবশ্যই বিগলিত হয়। যে বলে—তা হয় না, সে ঘোরতর মিথ্যাবাদী। ম'রতে ভয় করি না। মরণের জন্য অজয়সিংহ সতত প্রস্তুত ! তবে যুদ্ধ ক'রতে ক'রতে, শত্রু সংহারের উৎসাহে মেতে, রাজপুতের বীরকীর্ত্তি অটুট রেখে—ধরাশায়ী হ'তে পেলেম না, এই বড় দুঃখ রইল !—

রহিম। অজয়সিংহ মিয়া ! ম'রতে ত' ব'সেইছ'—এ সময়ে আর ধোঁকা রেখোনা বাবা ! যা জিজ্ঞেস করি, সাফ সাফ জবাব দাও। মোম্‌তাজ যে তোমার আস্‌নায়ে প'ড়েছে, তা তুমি একটু একটু বুঝেছিলে—কেমন ?

অজয়। একটু একটু কেন—খুবই বুঝেছিলুম।

রহিম। তুমি তো অতি হেঁচড়া লোক হে ! ম'রতে ব'সেছ, তবু এখনো ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে শিখলে না ? যদিই বুঝেছিলে তা একটু সাম্‌লে সুম্‌লে জবাব দিলে হ'তো না ? আমি বল্লুম 'একটু একটু', তুমি উত্তর ক'রলে 'খুব' !

অজয়। মিথ্যা বলা আমার অভ্যাস নয়।

রহিম। আচ্ছা বল, খুব সত্যি বল ; তুমিও মোম্‌তাজকে একটু একটু পেয়ার ক'রেছিলে, কেমন না ?

অজয়। একটু কেন ? খুব।—

রহিম। ওরে বাবা ! শালার পুত আবার খুব বলে যে ! দোহাই তোমার অজয়সিংহ ! খুব কথাটা ভুলে যাও বাবা ! মরবার পর সবই ত

ভুল্‌তে হবে, তার একটু আগে ও দুটো হরপ না হয় ভুল্‌লেই বা! এইবার বাবা বার বার তিনবার, আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি! মোমৃতাজের গলার সে তক্তিটা কোথায় অজয়সিংহ?

অজয়। আমার বুকের ওপর অতি যত্নে রেখে দিয়েছি!

রহিম। বটে! বটে! ওরে বাপরে, কথা শুনে যে আমার বুক ফেটে যাচ্ছেরে! ভাল কথায় বল্‌ছি বাবা—তক্তিটী বের করে দাও! তা হ'লে এক গুলিতেই সাবাড় কর্‌ব্বো, বেশী যন্ত্রণা দোব না! আর তাতে যদি না রাজী হও, তা হ'লে তলোয়ার দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জান বার ক'রবো বাবা!

অজয়। মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, সে তক্তি আমি বুক ছাড়া ক'র্ব্বোনা; এতে তোমার যেরূপ অভিরুচি হয়, অনায়াসে ক'রতে পার।

রহিম। (স্বগতঃ) এ শালা পিরীতের মাম্‌দো না কি? ম'রে ভূত হ'য়ে আছে, তার আর সন্দেহ নাই। আচ্ছা বাবা, তোমার দফা আমি রফা ক'রছি!

(আফ্রিদী সৈন্যদ্বয়ের সহিত জানান্তিকে কথোপকথন।)

অজয়। (স্বগতঃ) কি কুক্ষণেই শিবির পরিত্যাগ করে, পরোপকারের উল্লাসে আত্মহারা হ'য়ে, বিজাতীয় সুন্দরী রমণীর পশ্চাংগামী হ'য়েছিলেম। কি কুক্ষণেই নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা ক'রে, শত্রুর সহায়তায় স্বেচ্ছায় অগ্রসর হ'য়েছিলেম। কি কুক্ষণেই জন্মভূমির মমতা বিসর্জ্জন দিয়ে, এই গভীর অরণ্য সমাকুল পর্ব্বতসঙ্কুল প্রদেশে অসার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জ্জনের আশায় উন্মাদের ন্যায় ছুটে এসেছিলাম। সব গেল সব ফুরালো, সব শেষ হোয়ে এলো। আর মুহূর্ত্ত পরেই এই শত্রু

শ্যামলা পৃথিবীর শোভা—স্নেহময়ী জননীর পবিত্র স্নেহ, আত্মীয় স্বজনের অযাচিত ভালবাসা, সরল হৃদয় সুহৃদ্‌বর্গের অকৃত্রিম প্রীতি, সমস্তই ভুলে যেতে হবে! অজয়সিংহের নাম পর্য্যন্ত আর এ সংসারে কেউ শুনতে পাবে না! মানুষমাত্রেই অদৃষ্টের দাস, ভবিতব্যে যা লেখা ছিল, তাই হ'ল! তবে কেন এত ব্যাকুলতা? দেবদেব মহাদেব! হৃদয়ে বল দাও! বীর পুত্র আমি বীরের ন্যায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করি! মোমতাজ—মোমতাজ বড় ক্ষোভ র'য়ে গেল, তোমার সঙ্গে একবার শেষ দেখা হ'ল না।

রহিম। (সৈনিকদ্বর প্রতি) বাস্—বাস—সমজ লিয়াতো? দের মৎ করো,—দের মৎ করো। সে তক্তি ও বেটার বুকের ভেতোর আছে, আচ্ছা ক'রে রদ্দা দিয়ে যেমন ক'রে পারো টেনে বের ক'রে নাও।

১ম-সৈন্য। (অজয় সিংহের দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া) নিকাল'-জল্‌দি নিকাল'

২য় সৈন্য। (ঐ বাম হস্ত ধরিয়া) নেইতো সঙ্গিনকা খোঁচা খাওগে।

রহিম। ধরি শালার টুঁটি টিপে, জীব বেরিয়ে গিয়ে এখনি কর্ম্ম কাবার হ'য়ে যাবে এখন। (নেপথ্যে কোলাহল) ও কি ও? কিসের গোলমাল?

১ম-সৈ। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) এ কেয়া যাদু যাদু—আংরেজ লোক্‌কা ফৌজ কাঁহাসে আগিয়া?

২য়-সৈ। আরে বাপ্‌রে, এক, দো, তিন, চার, পাঁচ, ছ, সাত, আট, নও, দশ—এ আল্লা আউর কেত্তারে—?

(ইংরাজ সৈনিকের বেশে সজ্জিত হইয়া—মোমতাজ, জুলিয়া ও সহচরিগণের প্রবেশ এবং অজয়সিংহকে মুক্ত করণ, তৎপরে রহিম ও সৈনিকদ্বয়কে বেষ্টন করিয়া—)

গীত।

ইউ ড্যাম্—নো শেম্—গোট্ হেল্-ফর এভার;
পোড়ার মুখে জ্বালবো নুড়ো—চিয়ার্—চিয়ার্ চিয়ার্॥
নড়ন্ চড়ন্ রহিত হ'য়ে, মুখটি বুজে থাক শুয়ে,
ক্ষিদের সময় খাইয়ে যাব, নাইকো কিছু ফিয়ার্॥
ব্রাণ্ডি দেবো ঠাণ্ডি যাবে, হুইস্কি চাও—তাও পাবে,
বেজায় মজা উড়বে ধ্বজা,—কিসের তবে কেয়ার॥

রহিম। বাস্-বাস্—ছোড় দেও, ছোড় দেও—আংরেজ বাহাদুরকা দোহাই, জান্‌সে মত মারো।

১ম-সৈ। হুজুর লোক! মেরা কসুর থোড়াই হ্যায়,—গরিবকা জান মাফ ফরমাইয়ে!

২য়-সৈ। ম্যায়ভো আংরেজ বাহাদুরকাই তাঁবেদার হ্যায়! যো হুকুম হোয়, আবি করেঙ্গা!

সোম। (বিকৃত কণ্ঠে) বদ্‌মাস লোক্‌কো আচ্ছি তরে রদ্দা লাগাও।

জুলিয়া—(বিকৃত কণ্ঠে) দের্ মৎ করো, তুরন্ত কাম উঠাও—!

(সহচরিগণ কর্ত্তৃক রহিম-সা ও সৈনিকদ্বয়ের—দৃঢ়রজ্জু দ্বারা

হস্ত পদ বন্ধন করণ।)

রহিম। গেছিরে গেছি! কি বেয়াড়া বাঁধন বাবা! রাঙা মুখোর বাচ্ছা গুলোরও হাত এমন কড়া? দোহাই বাবা অজয় সিংহ, তুমি জয় জয় "খুব" বল,—বাবা! আর আমি জয় জয় একটু একটু বলি!—ইস্—এ যে একেবারে নড়ন চড়ন রহিত!

১ম-সৈ। ইয়া আল্লা—ইয়া আল্লা!

২য়-সৈ। জান্ গিয়া—জান্ গিয়া!

অজয়। একি প্রহেলিকা! এরা কারা! ছদ্মবেশী ইংরাজ সৈন্যের দল কোথা থেকে এল'? কারা সাজ্‌লে? কেন এ কাজ ক'র্‌লে? কিছুইতো বুঝ্‌তে পারছিনি!

মোম্। (জানান্তিকে) অজয়সিংহ! শীঘ্র চ'লে এস'! আর এক মূহূর্ত্ত বিলম্ব ক'র্‌লে—শুধু তোমার জীবন সংশয় নয়, আমাদেরও বিপদের অবধি থাক্‌বে না!

অজয়। সব বুঝেছি, মোম্‌তাজ—তুমি? তুমি দেবী না মানবী?

মোম্। আমি যেই হই, সে কথা পরে হবে! ছুটে চলে এসো, চারি-দিকে শত্রু—চারিদিকে শত্রু!

অজয়। কোথায় যাব?

মোম। আফ্রিদী সর্দ্দারের রাজ্য এই দণ্ডে ত্যাগ ক'র্‌তে হবে, নইলে তোমারও রক্ষা নাই, আমাদেরও নিস্তার নাই। আমি তোমায় পথ দেখিয়ে দোব! লুণ্ডি কোটালের পথে আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়ে আস্‌বো। তারপর আমার নসিবে যা আছে তাই হবে! ভাল কাজ ক'রে,—নির্দ্দোষীর জীবন রক্ষা ক'রে—ভাল বাসার সামগ্রীকে মৃত্যুর কবল হ'তে উদ্ধার ক'রে, যদি খোদার অভিশাপ কুড়ুতে হয়, তাতেও আমি দুঃখিত নই। আমার কাজ আমি কল্লুম, আমার কর্ত্তব্য আমি সাধন করলুম, আমার ধর্ম্ম আমি পালন করলুম,—দুনিয়ার মালিক তিনি, মেহেরবান্ কদরদান তিনি—তাঁর কাজ তিনি করুন, তাঁর কর্ত্তব্য তিনি সাধন করুন, তাঁর ধর্ম্ম তিনি পালন করুন।

অজয়। এ সব কি মোম্‌তাজ?

মে। উপকারের সামান্য প্রত্যুপকার মাত্র! আমরা অসভ্য হ'তে পারি, বর্ব্বর হ'তে পারি, নিরক্ষর হ'তে পারি, কিন্তু তোমারও যা ধর্ম্ম, আমারও সেই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের কাছে ছোট বড় নেই। তুমি আমার জীবন রক্ষা ক'রেছ, সে দিনের কথা আমি ভুলিনি, কখনো ভুলতেও পারবো না। তোমার জীবন রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য, আমার ইহকাল, আমার পরকাল।

অজয়। মোমতাজ! তোমার কৃপায় আমি রক্ষা পাব বটে, কিন্তু তোমার পরিণাম ভেবে, আমার প্রাণ শুকিয়ে যাচ্চে? তুমি কি মনে কর, এ সকল কথা অপ্রকাশ থাকবে?

জুলিয়া। তুমি তো বড় বেয়াদব পুরুষ মানুষ হে? কথা কাটাকাটীর বুঝি আর সময় পেলে না? ভাল মানুষের ছেলে, কোন রকম ক'রে প্রাণে বাঁচলে, এই ঢের। এ সময়—এর কি হবে, ওর কি হবে, এ সব বাজে ভাবনা কেন? আপনি বাঁচলে বাপের নাম। নাও-চ'লে এস, তুমি যত বীর পুরুষ—আমি খুব বুঝিছি। চল মোমতাজ! তোমার মহাবীর-রুস্তমকে আমি হাত ধ'রে টেনে নিয়ে যাচ্ছি।

সকলের গীত।

গুড বায়—গুড বায়—তবে—দেখা দেবো সময় হোলে।
আদর ক'রে জড়িয়ে গলা ডাকবো এসে ডিয়ার ব'লে॥
কিক্ খেয়ে প্রাণ কিক্ করে হাস,—
সোহাগভরে-সুখসাগরে-মন খুলে ভাস,
মুখের বাহার ঠিক দেখে প্রাণ ভোলে॥

ওয়ান টু থ্রি, ওয়ান টু থ্রি, ফ্রি ফ্রি ডিয়ার ফ্রি,—
চল্‌ছি ঘরে ফুল অফ্ গ্লি, রেখো ফেলে চরণতলে ॥

(রহিম ও সৈনিকদ্বয় ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

রহিম। বাপ দাদার বড় ভাগ্যি, কোন রকমে জানে বেঁচে গেছি! ও ঝল্লুমিয়া—ও লাল্লুমিয়া—আও-আও-নগিজ আও—মেরা নগিজ আও।—

১ম-সৈ। যো হুকুম হুজুর!

(গড়াইতে গড়াইতে রহিমসার নিকটে আগমন।)

২য়-সৈ। (গড়াইতে গড়াইতে রহিমসার নিকটে আসিয়া) নগিজ তো আগিয়া হুজুর—কেয়া হুকুম ফরমাইয়ে?

রহিম। আর হুকুম কি বাবা? চল তিনজনে প্রেমালিঙ্গন দিতে দিতে ডেরারদিকে অগ্রসর হওয়া যাক্।

১ম-সৈ। কেয়া তোফা।

২য়-সৈ। বহুত খুব!

(তিনজনে জড়াজড়ি করিয়া গড়াইতে গড়াইতে প্রস্থান।)

(মহব্বৎ খাঁর প্রবেশ।)

মহব্বৎ। বাহবা কি বাহবা! কি রগড় বাবা! বেমালুম হাবা বানিয়ে ছাড়লে? পাহাড়ের চূড়োয় ব'সে, ব্যাওরাখানা সব দেখেছি, একেবারে চমক খেয়ে গেছি। আওরতের বুদ্ধির কাছে মরদের বুদ্ধি? সমুদ্রের সঙ্গে শিশিরের তুলনা? ওঃ ভাবতে গেলে বিল্কে বুদ্ধি ঠিক্‌রে বেরিয়ে যায়। কেমন ছোট্ট খাট্ট একটা

কারদানি ক'রে, অজয়সিংহের প্রাণটা সাফ বাঁচিয়ে দিলে। কি জিনিসিই সৃষ্টি ক'রেছিলে খোদা? মেয়ে মানুষ জাত এক অদ্ভুত চিজ। ন'মে দুনিয়া পাগল! যো খায়া ওবি পস্তায়া যো না খায়া ওবি পস্তায়া। আমাদের কবিরা যে আওরাতের সঙ্গে মেঘের তুলনা করেন, সেটা খুব ঠিক! যে মেঘ শীতল জল ঢেলে তপ্ত পৃথিবী ঠাণ্ডা করে, সেই মেঘই আবার নিজের বুকে বাজ লুকিয়ে রাখে। তেম্নি—যে মেয়ে মানুষ ভালবাসার জন্যে ফোঁটা ফোঁটা ক'রে বুকের সমস্ত রক্ত ঢেলে দিতে পারে, সেই মেয়ে মানুষই আবার যখন বিশ্বাসঘাতক হয়, তখন হাসতে হাসতে খসমের গলায় ছুরি বসিয়ে দেয়। ও জাত ভালর দিকে যেমন ভাল, মন্দেরদিকে তেমনি মন্দ। রোহিমসা তো গড়াতে গড়াতে দৌড় দিয়েছে। অজসিংহ পালিয়েছে, এ কথা সর্দারের কাণে উঠতে আর বেশী দেরি নেই। তারপর আপনা আপনির ভেতর একটা কাটাকাটি হানাহানি চল্‌বে, তার আর সন্দেহ নেই। তবে একটা সুবিধে আছে, মোনৃতাজ আর তার দলবল যে কৌশল ক'রে অজয়সিংহের উদ্ধার ক'রেছে, এটা মিয়া সাহেবের লম্বা চওড়া বুদ্ধির ভেতর ঢোকেনি! কথাটা রটবে—ইংরেজের ফৌজ এসেছিল। তা সে এক রকম ভাল। ঐ যে জুলিয়া বিবি এইদিকে আসছেন। এরই মধ্যে পোষাক বদ্‌লেচে দেখছি যে! এর আর তাজ্জব কি বাবা! যে জাত প্রহরে প্রহরে খসম বদলায়, তারা যে চ'খের পলক ফেল্‌তে না ফেল্‌তে পোষাক বদ্‌লাবে, এর আর বেশী কথা কি? এমন ভাবে কথা কওয়া যাক্, যেন আমি কিছুই জানি না, দেখি না—

ছুড়ীর দৌড় কতদূর। (জুলিয়ার প্রবেশ) কি জুলিয়া বিবি! তুমি এখানে যে?

জুলিয়া। মহব্বৎ খাঁ—তুমি এখানে যে? এখানে মানুষ কোতল্ হয়, এমন ভয়ানক জায়গায় তুমি কেন?

মহব্বৎ। আমি না হয় ঝকমারি ক'রে এসে প'ড়েছি। তুমি কি বিবি সাহেব, এ মোলায়েম জায়গায় খসম খুজতে এসেছ'?

জুলিয়া। দূর্ তা কেন? এ কোতলের জায়গায় আমিও একজনকে কোতল্ ক'রবার যোগাড় ক'রতে এসেছি।

মহব্বৎ। কাকে? কাকে?

জুলিয়া। এই তোমাকে—তোমাকে।

মহব্বৎ। আহা! বড় মেহেরবানী! বিবি সাহেব—তোমার বড় মেহের বানী! এই নাও পেয়ারী! গলা বাড়িয়ে দিচ্ছি, চট পট কোতল্ ক'রে ফেল',—আর পুঁচিয়ে পুঁচিয়ে কেটোনা! যন্ত্রনার হাত থেকে রেহাই দাও! জ্যান্তে মরা হ'য়ে বাঁচবার আর সাধ নেই!

জুলিয়া। মহব্বৎ খাঁ—তুমি কি মনে কর, তুমি একলাই জ্যান্তে মরা হ'য়ে আছ?—আমার মনের কথা কি তুমি কিছুই বোঝ না? আমি তোমার—তুমি আমার সর্ব্বস্ব! প্রাণ যদি দেখাবার হ'ত তোমায় দেখাতুম, আমি তোমায় কত ভালবাসি!

মহ। তোমরা ভালবাস?

জুলি। তোমার কি মনে হয়?

মহ। বেয়াদবি মাফ ক'রো বিবিসাহেব! আমার বিশ্বাস-তোমাদের ভালবাসা কেবল চ'খের। প্রাণের ভেতর ওলট পালট ক'রে

ফেল্‌লেও—ভালবাসার ছিটে ফোঁটাও খুঁজে পাওয়া যায় না! প্রথম প্রথম দু চার মাস—প্রাণ যায় বুক যায় রব তোল' বটে,— তারপর একটু পুরোনো হ'য়ে এলেই, দুবেলা মুড়ো ঝাঁটার বন্দোবস্ত কর! ও পিরীত প্রণয়ের কথা একটু পরে কইছি, এখন দুটো কাজের কথা কই এস'। অজয়সিংহের প্রাণবধ করবার জন্যেত' এইখানে নিয়ে এসেছিলে, তাদের সাড়াশব্দ পাচ্ছিনা কেন বল দেখি?

জুলি। আমিত' সেই খোঁজ নিতে এসেছি!

মহ। আমিওত' সেই খোঁজ নিতে এসেছি!

জুলি। কি খোঁজ নিলে?

মহ। তুমি কি খোঁজ নিলে?

জুলি। কই! কাকেও তো দেখছি না!

মহ। আমিওতো কই, কাকেও দেখছিনা!

জুলি। তবে উপায়?

মহ। উপায় আছে।—তোমার ওড়নার ভেতর কি যেন নড়ছে চড়ছে! দেখি দেখি—অজয় সিংহকে লুকিয়ে রাখনিতো?

জুলি। ও কি কথা?

মহ। কথা নয়—আমার মাথা ব্যথা! এই দেখ'না, অজয় সিংহ তেড়ে ফুঁড়ে ওড়নার ভেতর থেকে বেরোয় বোলে?—(টানাটানি করিতে করিতে জুলিয়ার ওড়না খসিয়া পড়ন ও পুর্ব্ব বেশ প্রকাশিত হওন।) একি বাবা! এ যে ইংরেজ বাচ্ছা দেখছি! সেলাম সাহেব সেলাম; হুইস্কির বোতল তৈরি—চুকু চুকু ঢাল্‌বে এসো।

জুলি। ওরে হতচ্ছাড়া মিন্‌সে তুই কেরে ?

মহ। ওরে হত ছাড়ি মাগী তুই কেরে ?

জুলি। ওরে তোর পায়ে পড়ি, আমায় ছাড় !

মহ। ওরে তোর পায়ে পড়ি, আমায় সাদি কর !

জুলি। আগে ইংরেজ যুদ্ধেত' বাঁচি, তারপর !

মহ। ঠিক্ বলেছিস, আগে স্বদেশ রক্ষা হ'ক, তারপর !

জুলি। তারপর আমিত' তোরই !

মহ। তারপর আমিও তো তোরই !

দ্বৈত গীত।

জুলিয়া। নয়নোকাতীর লাগা, দিল্‌পে কারী।

মহবৎ। গুজরীয়া

জুলিয়া। সমরীয়া

মেরা কঁয়র কানাই বাঁকা ইয়ার—

উভয়ে। তেরে ত্বারি, তেরে ত্বারি॥

জুলিয়া। বিছায়া জালনয়া, ক্যা যাদু ডালা,

মহবৎ। আরে দানেনিগরয়ালা, ক্যা যাদু ডালা,

উভয়ে। লটকেসে মটকেসে, চটকেসে, ঝটকেসে,

তেরে ত্বারি, তেরে ত্বারি॥

জুলিয়া। যায়েল জীয়াকো কর ডারা,

মহবৎ। তেরা নয়নোনে ভালা মারা, না মারো কাটারীয়া নজরীয়া,

উভয়ে। মারো, মারো না নয়না, বেচয়না বাঁকে তীরছে শয়না ;

তেরে ত্বারি, তেরে ত্বারি॥ (প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আফ্রিদী সর্দ্দারের মন্ত্রণা কক্ষ।
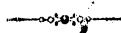
(আফ্রিদী সর্দ্দারের প্রবেশ।)

আফ্রি-স। এ সংবাদ সত্য—না কল্পনা প্রসুত? ইংরাজ সৈন্য লুণ্ডি কোটাল ত্যাগ করে, তির্ব্বত দুর্গ অধিকার করিবার জন্য মধ্য পথে আগত? না-না-এও কি সম্ভব? এত অল্প সময়ের মধ্যে, এই দারুন শীতের প্রকোপ সহ্য ক'রে, এই ভীষণ তুষার পাত মাথায় নিয়ে, ইংরাজ সৈন্য তির্ব্বতের এত নিকটে অগ্রসর হ'য়ে আসবে কি ক'রে। অথবা আমি নিশ্চয় বাতুল! ইংরাজের শক্তি এখন' বুঝ্‌তে পারিনি, ইংরাজের প্রবল প্রতাপ এখন' অনুভব ক'রতে পারিনি, ইংরাজের অমানুষিক দৈবপ্রভাব এখন' হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পারিনি! আমা অপেক্ষা সহস্রগুণে বলশালী—কত শত নৃপতির রাজমুকুট—ইংরাজের অঙ্গুলী সঞ্চালনে ভূতলে লুণ্ঠিত হ'য়েছে! ক্ষুদ্র আফ্রিদী জাতীর ধ্বংসতো কোন্ ছার! খোদা! খোদা! তোমার মনে এই ছিল? এত রক্ত পাতেও তোমার তৃপ্তি হ'লোনা? সহস্র সহস্র সন্তানের মুণ্ডচ্ছেদ ক'রেও তোমার মনঃপূত হোলোনা? নগণ্য আফ্রিদী জাতীর এই সামান্য পার্ব্বত্যভূমির—বহু আত্মবিসর্জ্জনে প্রতিষ্ঠিত সাধিনতা টুকু, তুমি সাধ ক'রে কেড়েনিয়ে—ইংরাজের হাতে তুলে দিলে? দুনিয়ার মালিক তুমি, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক্‌

ইংরাজকে দুনিয়ার মালিক করা যদি তোমার মর্জ্জি হয়, তবে কার সাধ্য তা রোধ করে!—

(আবদুলকে বন্ধন করিয়া হোসেন আলীর প্রবেশ।)

হোসে। পিতা! অভিবাদন করি!

আফ্রি-স। কে এ! আবদুল না?

হোসে। আপনার অনুমান সত্য! এ আবদুলই বটে। আপনি শুনলে আশ্চর্য্য হবেন, আবদুল স্বদেশদ্রোহী, স্বজাতীদ্রোহী, ঘোরতর বিশ্বাসঘাতক! ইংরাজ সৈন্য কখন' এত শীঘ্র তির্কাতের পথে আসতে পারতোনা—যদি আবদুল না পথপ্রদর্শক হ'ত!—আফ্রিদী জাতীর ধ্বংশ অনিবার্য্য; কিন্তু তৎপূর্ব্বে এ পাষণ্ডের ছিন্নমুণ্ড দর্শন না ক'রে—কিছুতেই আমার তৃপ্তি হবে না।

আফ্রি-স। নিশ্চয়-নিশ্চয়! তার আর কথা কি! সেই ছিন্নমুণ্ড প্রকাশ্য রাজপথে ফেলে দাও, আবাল বৃদ্ধ বনিতা দেখুক, বিশ্বাসঘাতকের কি দণ্ড! আবদুল! তোমার কিছু বলবার আছে?

আবদুল। (স্বগতঃ) আফ্রিদী সর্দ্দারের বিচার শক্তির বহর আসমানে গিয়ে ঠেকেচে দেখছি; নইলে এমন সোণার দেশের এ দুর্দশা হয়? (প্রকাশ্যে) হুজুর! আমার বলবার বড় বেশী কিছু নেই, তবে এই টুকু বুক ঠুকে বলতে পারি, আমি স্বদেশ দ্রোহী নই, স্বজাতি দ্রোহীও নই!

হোসে। তবে ইংরাজ সৈন্যের আগে আগে পথ প্রদর্শক হ'য়ে এসেছ' কেন?

আব। ঝুট্ বাত!

হোসে। ঝুট্ বাত? তবে গুপ্তচর কি তোমার বিরুদ্ধে মিথ্যা ব'লেছে?

আব। নিশ্চয় মিথ্যা বলেছে!

আফ্রি স। তুমি কি ব'লতে চাও?

আব। হুজুর! বিশ্বাস করুন আর নাই করুন—আমি সত্যি ব'লব'! আমি অজয়সিংহের কাছে নকরি স্বীকার করিছি! তিনি আজ ক'দিন শিবির থেকে অনুপস্থিত; তাঁরই সন্ধানে বেরিয়ে ছিলুম,—পথে আসতে আসতে শুনলুম—ইংরাজ সৈন্য তির্ব্বতের দিকে এগিয়ে আসছে! সত্যি মিথ্যে জানবার জন্যে পথে দু' দিন র'য়ে গেলুম;—তারপর যখন বুঝলুম, ইংরেজ সৈন্য অনেকটা এগিয়েচে, তখন তাড়াতাড়ি চ'লতে আরম্ভ ক'রলুম। দুটো কাজ একসঙ্গে ক'রব', এই আমার ইচ্ছা ছিল! প্রথম—আপনাকে খবর দেওয়া—ইংরেজ সৈন্য এল' ব'লে! দ্বিতীয়—আমার প্রভু অজয়সিংহকে খুঁজে বার করা! এতে যদি কসুর হ'য়ে থাকে, যে রকম সাজা ভাল বোধ করেন হুকুম করুন, আমি মাথা পেতে নিচ্চি!

আফ্রি-স। অজয়সিংহ দেশের শত্রু, আমাদের সকলের শত্রু, তা তুমি জান?

অব। জানি!

আফ্রি-স। তবে জেনে শুনে তার ন'কুরি স্বীকার ক'রতে গেলে কেন?

আব। কি ক'রবো হুজুর—পেটের জ্বালায়! আপনি দেশের রাজা, প্রজার দুঃখু কখনো কাণে তুলেছেন কি? কোথায় কে এক মুটো চালের জন্য মারা যাচ্ছে, কোথায় কার জোয়ান ছেলে এক ফোঁটা ওষুধের অভাবে প্রাণ দিচ্ছে, কোথায় জলের অভাবে হাহাকার উঠছে, কোথায় দুর্জ্জন দমনের পরিবর্ত্তে শিষ্টের

পীড়ন হ'চ্ছে, এ সকল রাজা যদি চোক্ চেয়ে দেখতেন, তাহ'লে প্রজার কি আর দুঃখ থাকতো? তাহ'লে কি পেটের দায়ে বিজাতীর কাছে চাকরী স্বীকার ক'রতে হ'ত'? তাহ'লে কি আর দেশের কায ছেড়ে,—দুটী অন্নের জন্যে বিদেশে গিয়ে বাস ক'রতে হ'ত? যে রাজা প্রজার মুখ চায় না, যে রাজা প্রজার দুঃখ কাণে তোলে না, যে রাজা প্রজার সময় অসময় দেখে না, সে রাজা যত বড় প্রতাপশালী রাজা হ'ক, তার রাজ্য একদিন না একদিন ধ্বংস হবেই হবে।

আফ্রি-স। হোসেন আলি! আমি বুঝেছি, আমি বুঝেছি, ইংরেজের কাছে ঘুষ খেয়ে এ লোক নিশ্চয়ই ঘরের পথ দেখিয়ে দিয়েছে। শত্রুর গুপ্তচর,—শত্রুর গুপ্তচর,—শীঘ্র বধ কর!—শীঘ্র বধ কর!—

হোসে। কই হ্যায়—জল্দী আও!

আব। বাপ্ বেটায় একজোট হ'য়েও—একটা গরীবের প্রাণ নিতে আবার অন্যের সাহায্য দরকার? এই আমি চ'খ বুজে এই খানে ব'স্‌ছি, চালিয়ে দিন গুলি, আপোদ মিটে যাক্!

(চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উপবেশন)

আফ্রি-স। আমার মুখের দিকে চাইছ' কি? গৃহশত্রু বধ কর—গৃহশত্রু বধ কর! ইংরাজের গুপ্তচর নিপাত হ'ক, সমগ্র আফ্রিদীজাতী শিক্ষালাভ করুক।

হোসে। আবদুল! আল্লার নাম স্মরণ কর'!

আব। ভাগ্যিস হুজুর ব'লে দিলেম, নইলে এমন দুষ্কর্মটা কি আমার দ্বারা সম্ভব হ'ত?

আফ্রি-স। এ সময়ও পরিহাস! হোসেন আলী! কাম ফতে কর।

(হোসেন আলী কর্ত্তৃক গুলি নিক্ষেপ, আবদুলের পতন ও মৃত্যু)

(মহবৎ খাঁর প্রবেশ।)

মহ। ক'র্‌লেন কি হুজুর—ক'র্‌লেন কি? বিনাদোষে একটা নিরীহের প্রাণবধ ক'র্‌লেন? এই পাপে সর্ব্বনাশ হবে! আফ্রিদী-জাতীর আর রক্ষা নেই!

আফ্রি। কেও মহবৎ খাঁ? সুমন্ত্রণা দিতে এসেছ? সুবুদ্ধি দান ক'র্‌তে এসেছ? আর না, আর না, আর তোমার সুমন্ত্রণার প্রয়োজন নাই, তোমার সুবুদ্ধি দান সম্পূর্ণ অনাবশ্যক! গৃহ-দ্বারে শত্রু, গেল-গেল, সব গেল! আর অল্পক্ষণ পরে আফ্রিদী রাজ্যের চিহ্নমাত্র থাকবে না। সকলকে বন্দী হ'তে হবে—সকলকে বন্দী হ'তে হবে! হাতে পায়ে জিঞ্জির পরিয়ে—ভালুকের মত ইংরেজ আমাদের নাচাবে! খোদা-খোদা! কে তোমায় মেহের-বান বলে? তুমি সয়তানের অপেক্ষাও সয়তান! যে ইংরেজের পক্ষ অবলম্বন করে, তাকে যে কদর দান বলে, সেও সয়তান!

মহবৎ। হুজুর! মরণকালে বিপরীত বুদ্ধি হয়, একথার আপনিই আজ প্রমাণ দিচ্ছেন। খোদার নামে গুণা গাইচেন? খোদাকে সয়তান ব'লছেন? আপনারই বা দোষ দোব কি? যখন উলট পালট হয়, তখন সব দিকই বেপালট মেরে যায়।

(রোহিমের প্রবেশ।)

রোহিম। হুজুর, হুজুর! বাহু-যাদু, দান-দানা! ইংরেজের দল এসে অজয়-সিংহকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে গেছে,—ঐ শুনুন ইংরেজদের বিগ-লের আওয়াজ!—আমাদের সমস্ত সৈন্য খোড় কুচি ক'রে

কেটেছে ; এতক্ষণ তির্ব্বত দুর্গে ইংরেজের নিশেন নিশ্চয় উড়েছে। পালান-পালান, আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'রবেন না! এখনি বন্দি হ'তে হবে, বন্য পশুর ন্যায় এখনি প্রাণ দিতে হবে!

আফ্রি। মোমতাজ্ কোথায়? আমার বড় আ'দরের কন্যা মোমতাজ্ কোথায়?

মোহি। হুজুর! কি আর ব'লবো! ব'লতে মাথা কাটা যাচ্ছে! মোমতাজ্ বিবি অজয়সিংহের সঙ্গে ভেগে প'ড়েছে!

আফ্রি। বাঃ-বাঃ! অদৃষ্টের কি সুন্দর খেলা! নসিব যখন সুপ্রসন্ন হয়, তখন সৌভাগ্যের স্রোত বন্যার ন্যায় চা'রিদিক হ'তে ছুটে আসে। আবার সেই নসিব যখন ভাঙ্তে বসে—নিজের ঔরসজাত কন্যাও কাল সাপিনীর রূপ ধারণ করে! হোসেন-আলি—এখন কি ক'রতে চাও?

হোসে। যতক্ষণ দেহের শেষ রক্ত বিন্দুটী পর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে, ততক্ষণ ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রবো! দেশের জন্য প্রাণ পণ ক'রবো! আফ্রিদী জাতীর গৌরব যথা সম্ভব রক্ষা ক'রবো!

আফ্রি। মহবং খাঁ—তুমি কি ক'রতে চাও?

মহ। আমি আপনার সঙ্গের সাথি হব! আপনাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে রেখে এসে—তারপর নিজের পথ বেছে নোব!

আফ্রি। নিরাপদ স্থান? আমার আবার নিরাপদ স্থান কোথায়?

মহ। চলুন—আপাততঃ আপনাকে পারস্য দেশে রেখে আসি। তারপর খোদা যদি কখন' মুখ তুলে চান,—আবার দেশে ফিরে আসবেন! আবার ইংরেজের সঙ্গে লড়াই ক'রবেন! আবার আফ্রিদী জাতীর মুখোজ্জ্বল ক'রবেন!

আফ্রি। মহবং খাঁ—এ হতভাগ্যের চির শুভাকাঙ্খী বন্ধু তুমি, তোমার

পরামর্শ আমি কখনো অবহেলা করিনি! কিন্তু তোমার আজকের যুক্তি বড় নিদারুন, বড় মর্ম্মঘাতী! আমার একমাত্র পুত্র ইংরাজের গুলিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দেবে,—সহস্র সহস্র আফ্রিদী প্রজার তপ্ত রক্তপাতে ধরণী রঞ্জিত হবে;—আর আমি কাপুরুষের ন্যায় প্রাণভয়ে পলায়ন ক'রে, পারস্যের বাদশার শরণাপন্ন হব'? খোদা! এ হতভাগ্যের অদৃষ্টে শেষ এই লিখেছিলে?

মহ। আপনি অবুঝ হ'লে আমরা শুনবো কেন? বিপদের সময় আপনার শুভাকাঙ্খি বন্ধুরা যা ভাল বুঝবে, আপনাকে তাই ক'র্‌তে হবে। চিরদিন কখন' কারু সমান যায় না। আল্লা যদি মেহেরবানি করেন, আপনার সুদিন আবার আসবে; আবার আপনার যেমন ছিল, সব তেমনি হবে! সে দিনের অপেক্ষা আপনাকে ক'র্‌তেই হবে। এখন প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে যদি স্বাধীনতা ফিরে পাওয়া যেত', তাহ'লে সহস্র সহস্র প্রাণ বলি দিতে আফ্রিদী জাতির মধ্যে কে না প্রস্তুত?

হোসে। পিতা! আমারও ঐ মত। আপনি আর দ্বিরুক্তি ক'র্‌বেন না। মহবৎ খাঁর সহিত পারস্য অভিমুখে যাত্রা করুন! আপনার বংশধরের ওপর বিশ্বাস রাখুন, কর্ত্তব্য কার্য্য পালন ক'র্ত্তে সে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি ক'র্‌বে না।

আফ্রি। রোহিম সা—তোমারও কি ঐ যুক্তি?

রোহিম। এ অবস্থায় আর কি উত্তম যুক্তি হ'তে পারে হুজুর?

আফ্রি। তুমি এখন কি ক'র্‌বে?

রোহি। আর কিছু পারি আর না পারি, অজয়সিংহের বুকের ভেতর খঞ্জিনের খোঁচা দেবই দোব, তবে আমার নাম রোহিম সা!

(নেপথ্যে হীপ্‌, হীপ্‌, হুর্‌রে শব্দ।)

আফ্রি। ঐ-ঐ-ইংরাজ সৈন্যের কোলাহল! ওঃ-মহাপাপী আমি! এ দৃশ্যও চ'খে দেখ্‌তে হ'ল! এ শব্দও কানে শুন্‌তে হ'ল! এ অঘটন ঘটবার পূর্ব্বে এ হতভাগ্যের মৃত্যু হ'লনা কেন? হোসেন আলী! তোমায় আর কি বলবো! তোমায় আর কি ব'লবো, তুমি রইলে,-আমার দেশ রইল, আমার অসংখ্য প্রজাবৃন্দ রইলো, —আর-আর- থাক্‌-সে পাপীয়সীর নাম পর্য্যন্তও আমি মুখে আন্‌তে চাই না! চল মহবৎ খাঁ—খোদার মর্জ্জী পূর্ণ ক'র্ব্বে চল।

রহিম। ওরে শালা অজয়সিংহ! তোর বুকের রক্ত না দেখলে আমার ম'রেও সুখ হবে না! (হুসেন আলি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

(নেপথ্যে হীপ্‌, হীপ্‌, হুর্‌রে শব্দ।)

হোসেন। শ্রবন বধির হোল; প্রাণ পুড়ে গেল! বুকের ওপর কে যেন দোজকের ভার চাপিয়ে দিলে! পিতা গৃহত্যাগী, ভগ্নী ভ্রষ্টা, জন্মভূমি শত্রু করগত; তবে আর কিসের মমতা? তুচ্ছ প্রাণের? স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়ে—এ নশ্বর জীবন রক্ষার কি প্রয়োজন? এস'-এস'-কেউ ম'র্‌তে ভয় কর না—ছুটে এস'! কে ইংরাজ যুদ্ধে প্রাণ দিতে চাও, বিদ্যুৎ গতিতে চ'লে এস! কে স্বদেশের জন্য বক্ষরক্ত উৎসর্গ ক'র্‌তে চাও, এ সুযোগ উপেক্ষা কোরোনা! কে বীরের ন্যায় মৃত্যু আলিঙ্গন ক'র্‌তে চাও, এ সুন্দর অবসর অবহেলা ক'রোনা! কে কাপুরুষের ন্যায় শত্রুহস্তে শৃঙ্খলিত হ'তে ঘৃণা বোধ কর, আমার সহচর হবে এস'! কে সম্মুখ যুদ্ধে দেহত্যাগ ক'রে স্বর্গ আকিঙ্খা

কর, এই মুহূর্ত্তে আমার সহগামী হও! যুদ্ধ-যুদ্ধ-দেশের জন্য যুদ্ধ, স্বজাতীয় গৌরব রক্ষার জন্য যুদ্ধ, অমূল্য সামগ্রী স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ!

(যোদ্ধ্‌বেশী আফ্রিদী বালকগণের প্রবেশ)

(সমর সঙ্গীত।)

মাতৃভূমী আজি শত্রু করে।
রক্ষ রক্ত দিব গর্ব্বভরে॥
শানিত ফলকে, রবিকর ঝলকে,
বীর ব্রজ-হৃদি ওঠে—মাতিয়া পুলকে,—
নয়ন কোণে-হের' অনল ক্ষরে।
অরির' ডরে-কেবা রহিবে ঘরে॥
দামামা বাজিছে, দূরে ভেরী হাঁকিছে,
সাজ' সাজ' রবে—স্বনে ডাকিছে,—
অশনি সম-পড়ি শত্রু' পরে।
ঘোর' তিমির' আজি কেলিব দূরে॥

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

পর্ব্বত চূড়া।

(উপরে আফ্রিদী প্রহরী পাহারায় নিযুক্ত। নিম্নে অজয়সিংহ ও মোমতাজের প্রবেশ।)

মোম। অজয়সিংহ! আর ভয় নেই, ঐ ঘাটিটা অতিক্রম ক'র্‌তে পার্‌লেই আমরা নিরাপদ! আফ্রিদীরাজ্যের ঐ শেষ সীমা! জানি না—তির্ব্বত দুর্গে এতক্ষণ কি হ'চ্ছে! পিতার এখন কিরূপ অবস্থা! একমাত্র সহোদর জীবিত কি মৃত! জন্মভূমি শত্রু কর-গত অথবা ইংরাজ হস্ত হ'তে মুক্ত! দূর হ'ক, ও সকল চিন্তা আর মনে স্থান দেব না। যত ভাববো—ভাবনা ততই বেড়ে উঠ্‌বে! শেষটা কি উন্মাদ হব নাকি? এস অজয়সিংহ পর্ব্বত শৃঙ্গ আরোহণ করি!

অজয়। মোম্‌তাজ! কঠিন পর্ব্বতবক্ষে যে অপরাজিতা প্রস্ফুটিত হয়, তা আমি জানতুম না! অন্ধকার ভূগর্ভে যে কহিনুর লুক্কাইত থাকে, এতদিনে তা প্রত্যক্ষ ক'র্‌লুম! অপরিচিত অজানিত অপ্রত্যাসিত সুদূর প্রদেশে যে জীবনের আরাধ্যদেবী হৃদয়ভরা সুফল নিয়ে ভক্তের জন্য অপেক্ষা করে, এ কল্পনা এইবার সত্যে পরিণত হ'ল! মূর্ত্তিমতি করুনা তুমি, তোমার ঋণ আমি কি দিয়ে পরিশোধ ক'র্‌বো! এমন আত্মত্যাগ, এরূপ স্বার্থ বিসর্জ্জন, এতদূর অযাচিত অনুগ্রহ, আমি কবি কল্পনায়ও কখনো পাঠ করিনি!

মোম। অজয়সিংহ, একেবারে ভাবের ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলে যে? নিজের আত্মীয় স্বজনের জন্য একটু চেপেচুপে রাখ! ভাণ্ডার শূন্য ক'রে দেশে ফিরে গিয়ে ভারি মুস্কিলে প'ড়বে!

অজয়। মোম্‌তাজ! বিচিত্র চরিত্রবতি রমণী তুমি! তোমার ভাব বোঝা আমার সাধ্য নয়! তোমার প্রাণে কি আগুন জ্বলছে, তোমার বুকের ভেতর কি ঝড় বইচে, তা আমি প্রাণে প্রাণে অনুভব ক'র্‌ছি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তোমার ললাটে চিন্তার রেখামাত্র নাই! যুগ্ম অধরে হাঁসির লহরি সমভাবে প্রবাহিত! নির্ম্মল নেত্র দুটীতে করুণার ছায়া পূর্ণমাত্রায় বিকশিত! মোম্‌তাজ— আমি এত কথা কইছি, তোমার কি কিছু বলবার নেই?

মোম। বলবার নেই? খুব আছে! আমার কথা আকাশের তারার চেয়ে বেশী! সমুদ্রের তরঙ্গের চেয়ে বেশী! আমার মাথার চুল একটী একটী ক'রে গুনলে যত হয়—তার চেয়েও বেশী! কিন্তু সে সময় এখন' উপস্থিত হয়নি! সে শুভ মুহূর্ত্ত এখন' আসেনি! এখন' তুমি নিরাপদ নও! এখন' তুমি আফ্রিদী রাজ্যের সীমার মধ্যে আবদ্ধ! এখন' তোমার জীবন সন্দেহ দোলায় আন্দোলিত! চল—আগে তোমাকে লুণ্ডি—কোটালের পথে পৌঁছে দিই, তারপর আমার সব কথা ব'ল্‌বো! আমার মনের ভার-চ'খের জলের সঙ্গে একত্রিত ক'রে, তোমার পায়ে নামিয়ে দোব! বুকের কপাট দুনতুটা খুলে দিয়ে তোমায় দেখাব,— মোমতাজ—অশিক্ষিত বর্ব্বর বংশীয় রমণী হ'লেও, অনেক অমূল্য রত্ন নিয়ে সে ঘর করে! ছিঃ ছিঃ কি করছি! সময় যাচ্ছে, কথায় কথা বেড়ে যাচ্ছে! চল অজয়সিংহ! ঐ পথে অগ্রসর হও!

অজয়। (পর্ব্বত চূড়াভিমুখে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সচকিতে) মোম্‌-তাজ্‌—মোম্‌তাজ্‌—সর্ব্বনাশ! বিধাতা বাম! ওখানে একজন আফ্রিদী প্রহরী যমদূতের ন্যায় দণ্ডায়মান!

মোম্‌। এই কথা? তুমি যে রকম ক'রে চেঁচিয়ে উঠ্‌লে—আমি মনে ক'রলুম—কি একটা বিভীষিকা দেখেছ'! একটা প্রহরী বাটী আগলে পাহারা দিচ্ছে—এই তো? হা হা হা অজয়সিংহ! তোমার বীরত্বের বড়াই কেবল মুখে? তোমার হাতের পিস্তল, কোষবদ্ধ তরবারী, কি কেবল দেহের শোভা বর্দ্ধনের জন্য? বিপদের সময় নিজের পথ পরিষ্কার কর্ব্বার কি কিছু ক্ষমতা নাই? ধিক্‌ তোমার পুরুষত্ব! ধিক্‌ তোমার মনুষত্ব! আমার পেছনে এস, আমি এগিয়ে যাচ্ছি!

অজয়। মোম্‌তাজ! আর লজ্জা দিও না! এই দণ্ড হ'তে নৃশংসতার কঠোর বর্ম্মে আমি আমার হৃদয় আবৃত ক'রলুম! (উভয়ে প্রহরীর নিকট আগমন।)

মোম্‌। প্রহরী! আমায় চেন কি?

প্রহরী। কে আপনি? আমিত' আপনাকে চিনি না!

মোম্‌। মূর্খ! সর্দার দুহিতাকে চেন না? এই আমার নামাঙ্কিত অঙ্গুরী দেখ!

প্রহরী। বহুত বহুত সেলাম! গোলামের ওপর কি হুকুম?

মোম্‌। আমি,—আমার এই সহচরের সঙ্গে আফ্রিদী রাজ্যের সীমা অতি-ক্রম ক'রে যাব, তুমি পথ ছেড়ে দাও।

প্রহরী। এখনি?

মোম্‌। এই দণ্ডে! এই মুহূর্ত্তে!

প্রহরি। গোলামের গোস্তাকি মাফ ক'র্ব্বেন, সঙ্কেত চিহ্ন ভিন্ন আমি কাকেও পথ ছেড়ে দিতে পার্‌বো না। এমন কি স্বয়ং সর্দ্দার এলেও নয়! আপনার পিতার এইরূপ আদেশ!—

মোম্। চোপরাও বেতমীজ! মুখ সাম্‌লে কথা কও! আমার আদেশ তুমি অমান্য কর? এতদূর তোমার স্পর্দ্ধা!

প্রহরী। সাজাদী! ভয় দেখিয়ে গোলামকে হটাতে পার্‌বেন,—তা মনে ক'র্‌বেন না! কর্ত্তব্য কাজ ক'রে যদি প্রাণ দিতে হয়, তাতেও আমি পেছপাও নই।

মোম্। ভাল, তবে তাই হোক! অজয়সিংহ প্রস্তুত হও!

অজয়। আমি প্রস্তুত!—(গুলী নিক্ষেপ, প্রহরীর পতন ও মৃত্যু।)

মোম্। আর কি, শেষ বাধা দূর হ'লো! চল অজয়সিংহ, এইবার তোমায় নিরাপদ স্থানে রেখে আসি! হায়! হায়! পিতার একজন বিশ্বাসী ভৃত্য চিরজন্মের মত চ'লে গেল। এ শোচনীয় হত্যার আমিই উপলক্ষ!

অজয়। তবে কেন এ কাজ ক'র্‌লে মোম্‌তাজ?

মোম্। বর্ব্বর রমণীর প্রত্যুপকারের অকিঞ্চিৎকর নিদর্শণ মাত্র! যাক্-সে কথা এখন নয়, ছুটে চ'লে এস। ঐ কাদের পদশব্দ শোনা যাচ্ছে; বুঝি আমাদের অনুসরণ ক'র্‌ছে!

অজয়। চল মোম্‌তাজ! নির্ম্মম সংসারে যদি কেউ যথার্থ দেবীমূর্ত্তী নিয়ে জন্মগ্রহণ ক'রে থাকে, সে তুমি! (উভয়ের প্রস্থান।)

(আফ্রিদী সর্দ্দার ও মহব্বৎ খাঁর প্রবেশ।)

আফ্রি। প্রাণ যায়—প্রাণ যায়! মহব্বৎ খাঁ! বড় ক্ষুধা, বড় তৃষ্ণা, কখনো পথ চলা অভ্যাস নেই, শ্রান্তি ক্লান্তি কাকে বলে আজ পর্য্যন্ত

তা জানিনি! তাড়িত কুক্কুরের ন্যায়—প্রাণভয়ে কাতর হ'য়ে ছুটে বেড়াতে হবে, স্বপ্নেও কখন ভাবিনি! দেখ দেখ! পায়ের অবস্থা দেখ! রক্ত ঝুঁজিয়ে প'ড়ছে! আমার রাজ্য! আমার পর্ব্বত! আমার প্রস্তর! সময়গুণে গ্রহবৈগুণ্যে সেই প্রস্তর-রাজী আজ আমার শত্রু! ক্ষুধিত রাক্ষসের মত আমারই রক্ত পান ক'চ্ছে! মহবৎ খাঁ! বড় ক্ষুধা, বড় তৃষ্ণা! জল দাও, ফল দাও, আমার প্রাণ বাঁচাও!

মহবৎ। পানীয় ও আহার্য্য আমি সঙ্গে ক'রে এনেছি, এই নিন্—ক্ষুন্নি বৃত্তি করুণ!

আফ্রি। মহবৎ খাঁ! আজ অনেক কথা মনে প'ড়ছে, অনেক স্মৃতি জেগে উঠ্‌ছে, প্রাণের আবেগ ধ'রে রাখতে পার্‌চিনি! সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন আমি মস্‌জিদে উপাসনা সাঙ্গ ক'রে প্রাসাদে ফির্‌তুম,—পথিমধ্যে সহস্র সহস্র অন্ধ, খঞ্জ, ক্ষুধাতুর ভিক্ষুক এক টুক্‌রো রুটির জন্য সতৃষ্ণনয়নে আমার কৃপা ভিক্ষা ক'রত'; আজ সেই আমি—ক্ষুধার তাড়নায় অধীর! দারুন তৃষ্ণায় এক বিন্দু জলের জন্য লালায়িত! ভাগ্যচক্রের কি অদ্ভুত আবর্ত্তন! আজ রাজা, কাল ফকীর! আজ দুগ্ধফেননিভশয্যা, কাল ভূমি শয়ন!—আজ ক্ষীরসর নবনী ভোজন, কাল একমুষ্টি চানার জন্য পরের উপাসনা! খোদা! খোদা! কি খেলাই খেল্‌ছ'! ঘোরতর চক্রি তুমি! তোমার চক্র বুঝে কার সাধ্য!

মহবৎ। হুজুর! অতি ছোট বয়স থেকে দুর্দ্দশার সঙ্গে যুদ্ধ করে আসছি, কেঁদে কেঁদে দিন গেছে; সুখের তোয়াক্কা কখনো করিনি! তাই দুঃখ এক রকম অভ্যাস হ'য়ে গেছে। যতই কষ্ট হোক্

যতই অত্যাচার হ'ক্, যতই পীড়ন হ'ক্, কিছুতে কাতর হই না। আপনার এই প্রথম ঘাত, কাজেই চোটটা বেজায় লেগেছে। সব সয়ে যাবে হুজুর, কিছুদিন যেতে না যেতে দাঁড়িপাল্লা ঠিক হ'য়ে যাবে। আজ হাঁসি, কাল কান্না, জগতের এই চিররীতি! আগেও বলেছি, এখনও বল্‌ছি, পাপ না হ'লে দুঃখ আসে না! মনের ময়লা পরিষ্কার ক'রে ফেলুন, প্রাণটাকে ধুয়ে পুঁছে নতুন ক'রে খাড়া করুন, আগেকার কথা ভুলে গিয়ে আবার নতুন মানুষ হ'ন! দেখবেন, এ আনন্দ বড় আনন্দ। তখন রাজত্ব ভাল লাগবে না, রাজকর আদায় ভাল লাগবে না, প্রজাশাসন ভাল লাগবে না, সোনার পালঙ্ক ভাল লাগবে না! পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে—অভিনব জীবন উপভোগ ক'রবেন! এখন থাক্. বিতণ্ডার সময় নয়, ক্ষুন্নিবৃত্তি করুন, অনেকটা পথ চ'ল্‌তে হবে!

আফ্রি। (আহার করিতে করিতে) মহবৎ খাঁ! সব ভুলতে পাচ্ছি, কিন্তু হতভাগিনী মোমতাজের কথা বিস্মৃত হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব! ছি ছি! আমার কন্যা ব্যাভিচারিণী? কুলকলঙ্কিনী?

মহবৎ। হুজুর! বেয়াদবী মাপ ক'রবেন! আসনাই বড় বেয়াড়া জিনিষ! উনি অনুগ্রহ ক'রে যখন ভর করেন, তখন বাপ, মা, আত্মীয় স্বজন, ঘরবাড়ী, গয়নাগাটী, টাকা কড়ি, এমন কি স্বয়ং খোদা পর্য্যন্ত দশ হাজার ক্রোশ তফাতে গিয়ে পড়ে। যখন সবই গেছে, তখন ওটুকুর জন্যে মনকে আর কাবু ক'রছেন কেন?

আফ্রি। কিন্তু আমার হুসেন আলী! আহা! আমার একমাত্র বংশধর,—

আমার নয়নানন্দনন্দন ! অফুটন্ত ফুল ছিন্ন করবার জন্য শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে এলেম ! এমন সর্ব্বনাশ কি মানুষের হয় ?

মহবৎ। হুজুর ! এর চেয়ে অনেক বড় বড় সর্ব্বনাশ অনেকের হ'য়েছে ইতিহাসের পাতা ওলটালেই দেখতে পাবেন। তবে মজা কি জানেন ? যখন যে চোটখায়, তখন সে মনে করে—এমন আঘাত বুঝি আর কখন' কেউ পায়নি ! গোলামের অনুরোধ রাখুন, সব ঝেড়ে ঝুড়ে ফেলে দিয়ে নতুন মানুষ হ'ন ! যা হবার হ'য়ে গেছে, আঁকু পাঁকু ক'র্‌লেত' আর ফির্‌বে না ?

আফ্রি। ঠিক ব'লেছ মহবৎ খাঁ ! চিরদিন তোমার পরামর্শ গ্রহণ ক'রে এসেছি, আজও তোমার উপদেশ মাথা পেতে নোব ! আজ হ'তে নতুন মানুষ হ'লুম ! নতুন জীবনস্রোতে গা ভাসিয়ে দিলুম ! নতুন ক'রে সংসার পাততে চল্‌লুম! নতুন দেশে, নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'রে, নতুন প্রজা বসিয়ে, নতুন প্রণালিতে রাজত্ব আরম্ভ ক'র্‌বো ! যাছিলুম—তা ভুলে যাব, যারা ছিল, তাদের ভুলে যাব, যেখানকার পানীয় ও আহার্য্যের গুণে এত বড় হ'য়েছি, সেখানকার স্মৃতি পর্য্যন্ত উপড়ে ফেল্‌বো ! কিসের মমতা ! কিসের দুঃখ ! কিসের দম্ভ ! কিসের অভিমান ! আজ রাজা কাল ফকীর ! খোদার এই ফিকির ! বাস্—আজ থেকে খতম্ ! মহবৎ খাঁ—বুক চিরে দেখতে চাও দেখ ; এই মুহূর্ত্ত হ'তে আফ্রিদী সর্দ্দার নতুন রক্ত মাংস গঠিত নতুন সৃষ্টি !

(জুলিয়ার প্রবেশ।)

জুলি। মহবৎ খাঁ-মহবৎ খাঁ—কোথায় যাও ! আমায় ফেলে কোথায় যাও ?

মহব্বৎ। তোমার জন্যে ঝুমঝুমি কিন্‌তে যাচ্ছি! দুদিন প্রাণের আবেগ চেপে চুপ চাপ ক'রে থাক বিবি সাহেব! দেখছ', এ পাশে কে?

জুলি। এ কি মুক্তা? আমাদের সর্দ্দার? আমাদের প্রভু? আমাদের পিতা? হুজুর! ধর্ম্মাবতার! যেথায় যান, আমায় ফেলে যাবেন না! সে ভীষণ শ্মশানে পিশাচী না হ'লে কেউ বাস ক'র্‌তে পার্‌বে না!

আফ্রি। রাজ্য কি তবে শ্মশান হ'য়ে গেছে নাকি? খোদার মর্জ্জি তবে কি পূর্ণ হ'য়েছে?

জুলি। সম্পূর্ণ হ'য়েছে, একটুও বাকি নেই!—ইংরাজের বিজয় নিশান তির্ব্বতদুর্গে গর্ব্বভরে আকাশ স্পর্শ ক'র্‌ছে! তাদের হাঁপ হাঁপ, হুর্‌রে শব্দে আর কান পাতা যায় না! আপনার নয়নানন্দ-নন্দন হুসেন আলী বীর পুত্রের ন্যায় তোপের মুখে বুক দিয়ে প্রাণ দিয়েছে। আফ্রিদী সৈন্য ছত্রভঙ্গ হ'য়ে প্রাণভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন ক'রেছে! আতি পাতি ক'রে খুঁজেও মোমতাজের কোন সংবাদ পেলেম না! সে যে দেশত্যাগিনী হ'য়েছে, তার আর সন্দেহ নেই।

আফ্রি। বেশ হ'য়েছে—বেশ হ'য়েছে!—আর আমার দুঃখ নাই! আর আমার কষ্ট নাই! আর আমার ক্ষোভ নাই! এখন আমি নতুন মানুষ!—নতুন রাজ্যের রাজা! নব প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের দণ্ড মুণ্ডের অধীশ্বর! পুরাতন যা কিছু ছিল, সব মুছে ফেলেছি! কে হোসেন আলি? কে মোমতাজ? কোথাকার তির্ব্বত রাজ্য? যাক্-যাক্-সব যাক্! নূতন-নূতন-সব নূতন-সব নূতন! জুলিয়া! যাবে-যাবে? আমাদের সঙ্গে যাবে?

আমি জানি, তুমি মহব্বৎখাঁকে ভালবাস! পারস্যদেশে গিয়ে তোমাদের সাদি দেবো! সেইখানে গিয়ে তোমাদের সুখি ক'র্‌বো! এখানে থেকো না—থেকো না! রক্তের ঢেউ চ'লেছে! অবলা রমণী তুমি—স্রোতে প'ড়ে ভেসে যাবে। এ হতভাগ্যের শেষ সম্বল—মহব্বৎখাঁ আর তুমি!

জুলি। পিতা-প্রভু-পরমেশ্বর! এই মর্ম্মপীড়িতাকে চরণে স্থান দিন। (চরণ ধারণ।)

মহ। (অপর পদ স্পর্শ করিয়া) আর এ পা আমি ছাড়বো না! খোদা-খোদা—সব নিয়েছ' বটে, সব ঘুচিয়ে দিয়েছ' বটে, কিন্তু যে জিনিষ দিয়েছ', তার তুলনায় এমন হাজারটা আফ্রিদী—রাজ্য ভাসিয়ে দিতে পারি।

আফ্রি। মহব্বৎ খাঁ! খোদার নাম গাও—খোদার নাম গাও! নতুন আলো পেয়েছি, নতুন ছবি দেখেছি!—আরও উজ্জ্বল হ'ক, আরও ফুটে উঠুক!—

মহব্বৎ খাঁ ও জুলিয়ার গীত।

মওলা মালিক ক্যা কহুঁ ম্যয়—শক্তি তেরী অনিয়ারী।
মুরখ কেশির্ তাজ বনাও, আলিম কো করো ভিখারী॥
চন্দনকো বন্‌মে উপজায়ো, সন্ ফর্ খাঁচ উখারী।
ফলে কোওল উজল কর্‌কে, কোয়েল কো কিয়া কারী॥
ক্যা মজাল্ হ্যায়, ইস গরীব কি, যো বিধ্ বুঝে তোমারি।
ম্যর তেরী, অজীব মহিমাকী, বার বার বলিহারী॥

(সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সমতল ক্ষেত্র।

(অজয়সিংহ ও মোমতাজের প্রবেশ।)

মোম্। অজয়সিংহ! এইবার তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ! আফ্রিদী সৈন্যের তাড়নার আর ভয় নাই। শত্রুহস্তে বন্দী হবার আর আশঙ্কা নাই! তোমার বহুমূল্য জীবন বিপদগ্রস্ত হবার আর কোন' কারণ নাই। এখন আমি বিদায় নিতে পারি?

অজয়। বিদায়! কি ব'লছো মোম্‌তাজ? কত যত্নে, কত সাধে, কত সোহাগে, আরাধ্য প্রতিমায় প্রতিষ্ঠা ক'রলুম, এক দিনের জন্যে পূজা ক'রতে পেলুম না! উদ্বোধনের পূর্ব্বেই বিসর্জ্জন? মোম্‌তাজ—তুমি কি নিষ্ঠুর!—

মোম্। অজয় সিংহ! মোম্‌তাজ যে নিষ্ঠুর—মোম্‌তাজ যে প্রাণহীনা—সে পরিচয় কি তুমি পূর্ব্বে পাওনি? কোমলতার ছায়া যার প্রাণে আছে, সে কি কখন' জন্মদাতা পিতার নিকট বিশ্বাসঘাতক হয়? জন্মভূমীর মমতা হেলায় বিসর্জ্জন দেয়? স্বজাতী বিশ্বাসী ভৃত্যের মৃত্যুর কারণ হয়? অজয় সিংহ! একবার ভেবে দেখ দেখি, আমার কি অবস্থা—আর আমি কি করছি? স্বদেশ ধ্বংসের জন্য শত্রু দ্বারদেশে উপস্থিত!—দুর্ভাবনায় ও দুশ্চিন্তায়—পিতা উন্মাদপ্রায়—একমাত্র স্নেহের সোদর রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দেবার জন্য উদ্যত! কে জানে, এতক্ষণ কি সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে! আর আমি আফ্রিদী সর্দ্দারের একমাত্র

দুহিতা, প্রজামণ্ডলীর বড় সাধের সাজাদী, সহোদরের নয়নের নিধি, দেশের কাজ ছেড়ে—নিজের ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে—আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা ক'রে—তোমার পেছনে পেছনে ছুটেছি! একজন অপরিচিতের, অজানিতের, বিজাতীর, বিধর্ম্মীর, জীবনের সঙ্গে আপনার জীবনটাকে যেন চিরজন্মের মতন বেঁধে দিয়েছি!—এখনো বুঝতে পারছিনি, জন্মভূমী বড় না—প্রত্যুপকার বড়? পিতা বড়, সহোদর বড়, না উপকারীর প্রাণরক্ষা বড়? সব গুলিয়ে যাচ্ছে, আমি যেন কেমন হ'য়ে যাচ্ছি!—যা হবার হ'য়েছে, ভেবেতো আর ফিরবে না! অজয় সিংহ! আমি বিদায় হই, তুমি তোমার গন্তব্য স্থানে গমন কর!

অজয়। মোম্‌তাজ! তুমি যে বলেছিলে, তোমার অনেক কথা বলবার আছে? কই কিছুইতো ব'ল্লে না?

মোম্। হঁ্যা—বলবার অনেক কথা ছিল বটে!—ব'লবো বলে অনেক কথা ভেবে রেখেছিলুম! এত কথা—যে কথা আর বুঝি ফুরতোনা! কিন্তু সমতল ক্ষেত্রে এসে আমি যেন নতুন মানুষ হ'য়ে গেছি! সব ভুলে যাচ্ছি! প্রাণের ভেতর যেন কেঁদে কেঁদে উঠছে! আমি স্থির হ'তে পাচ্ছিনা! অজয় সিংহ! আমি চল্লুম, আমার কাজ শেষ হ'য়েছে!

অজয়। মোম্‌তাজ,—মোম্‌তাজ, একবার ভেবে দেখ, অজয়সিংহের প্রাণ পাষাণে গঠিত নয়! সে আশার সমুদ্র হৃদয়ে বহন ক'রে, তোমার মুখচেয়ে অপেক্ষা ক'র্‌ছে!—তোমার একটা কথার উপর তার জীবন মরণ নির্ভর কর্‌ছে! তোমার উপর তার সমস্ত শুভাশুভ স্থাপিত! বল আমার কোথায় যাব, স্বর্গে না নরকে?

মোম্। অজয়সিংহ! তোমার কথা শুনে হাসিও আসছে, দুঃখও হোচ্ছে!—তুমি কে তাকি আমি জানিনা? তোমার প্রাণে কত সাধ, কত আশা কত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, তাকি আমার অবিদিত? আমার চ'খের অন্তরাল হ'লে, তুমি যে একেবারে আমায় ভুলে যাবে—তাকি আমি বুঝিনি? যখন রাজপুতানার রাজ প্রাসাদে সুন্দরী পরিবেষ্টিত হ'য়ে, নীল নভোমণ্ডলে পূর্ণচন্দ্রের শোভা দেখবে, তখন কি এই ক্ষুদ্র-নগণ্য-বর্ব্বর-বংশীয় দীনা, হীনা, মলিনা মোম্‌তাজের কথা তোমার মনের কোণেও স্থান পা'বে? পরদেশী বঁধু! কেন আর মায়া বাড়াচ্ছ, আমায় ছেড়ে দাও!—

গীত নং ১২।

আরে পরদেশী সেঁইয়া পীত ছোড়ো হামারে।
আরে ছোড়োরে সুখীয়া সেঁইয়া আঁখিয়া দুঃখিয়ারে॥
ছাতিয়া ফুখানা মানা, তেরা জ'ন হায় প্যারে—
তিরপিত চিত ভৈ আসুরাহারে,
সারেরে হামারে গুনা, তেরা সারা গুনা নেহারো।

অজয়। মোম্‌তাজ,—মোম্‌তাজ! আর পারি না! অন্তরের রুদ্ধ প্রস্রবন আর ধ'রে রাখা যায় না! প্রাণের আবেগ চুরি ক'রে আর কতক্ষণ চেপে থাকবো। সাগর তরঙ্গ যার বুকে—সে আর কতক্ষণ জীবিত থাকবে? শোন মোম্‌তাজ, আমি তোমায় বড় ভালবাসি। কি ছার এ সৈনিক জীবন? কি তুচ্ছ ভবিষ্যতের আশা ভরসা? কি অসার খ্যাতি প্রতিপত্তি? কি মাদক

সংসার বন্ধন? সব ভাসিয়ে দিচ্ছি সব ডুবিয়ে দিচ্ছি, তুমি আমার হও! চল—নির্জ্জন বনপ্রান্তে পর্ণকুটীর বেঁধে মনের আনন্দে দিনযাপন ক'রবো। বৈতালিক পাখীর কূজনে পত্রশয্যা ত্যাগ ক'রব! রাজভোগ তুচ্ছ ক'রে, বনের ফলে, নির্ঝরিণীর জলে জীবন ধারণ ক'রবো! সেফালির মালা গেঁথে আদরে তোমার গলায় পরাব! পূর্ণিমা নিশিথে একবার চাঁদের দিকে চাইব, একবার তোমার মুখের দিকে চাইব! মনকে জিজ্ঞাসা ক'রবো, চাঁদ সুন্দর না মোমতাজ সুন্দর?

মোমতাজ। অজয়সিংহ! কেন মিছে সুখের স্বপ্ন দেখাচ্চ? অভাগিনীর মোহের ঘুম কেন ভেঙ্গে দিচ্চ? চির অন্ধকারে নিক্ষেপ ক'রবার জন্যে আশার প্রদীপ কেন জ্বালিয়ে তুলছ? যা হবেনা, যা হ'তে পারেনা, যা হবার নয়,—জন্মদুঃখিনীর বুকের রক্ত দিয়ে সে ছবি কেন আঁক প্রভু? তোমার সমস্ত পরিশ্রম বিফল হবে! মোমতাজের চোখের জলে তোমার বড় সাধের কল্পনা-চিত্র বিবর্ণ হ'য়ে যাবে! যদি দেখাবার হ'ত তোমায় দেখাতুম, আমার ভালবাসা কতদূর অতলস্পর্শ;—আমার আত্মবিসর্জ্জন কিরূপ মর্ম্মস্পর্শী! প্রতি অস্থিতে, প্রতি শিরাতে, অজয়সিংহের প্রতিমূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই নাই! কিন্তু অধিনী অপবিত্রা, দেব পূজার স্পর্দ্ধা সে রাখেনা!

অজয়। কেন—কেন,—মোমতাজ! আমি কি তোমার অযোগ্য?

মোম। অযোগ্য? তুমি আমার দেবতা, তুমি আমার মাথার মণি, তুমি আমার সর্ব্বস্ব!—কিন্তু অজয়সিংহ আমি যতই নীচ হই, তথাপি আমি সম্রাট দুহিতা। আমি চ'লে গেলে, সহস্র সহস্র লোক

আমায় সেলাম দেয়! আমার অনুগ্রহের উপর লক্ষ প্রজার জীবন মরণ নির্ভর করে! সেই আমি—একজন বিধর্ম্মীর সহিত গৃহ ত্যাগ ক'রবো! একজন অপরিচিতের অঙ্কশোভিনী হ'য়ে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত ক'র্ব্বো?—এ কথা শুনে লোকে আমাকে কি ব'লবে? মোম্‌তাজ—অসাধ্য সাধন ক'র্‌তে পারে,-কিন্তু কুলে কালি দিতে পারবে না, বংশের সম্ভ্রম ডুবিয়ে দিতে পারবে না, জন্মদাতার ভবিষ্যত ইতিহাস কলঙ্কিত ক'রতে পারবে না! অজয়সিংহ, তুমি কি ভুলে যাচ্ছ, তুমি রাজপুত, আমি মুসলমানি?

অজয়। এ বাধা তো অতি তুচ্ছ! তুমি মনে ক'রলেই সকল দিক রক্ষা হয়?

মোম্। কি ক'রে?

অজয়। মুসলমান ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে আমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ কর, তা'হ'লে আমি তোমাকে বিবাহ ক'রতে প্রস্তুত আছি।

মোম্। কি ব'ল্‌লে অজয়সিংহ? পবিত্র মুসলমান ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে কাফেরের ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রবো? কি ব'ল্‌বো তোমায় দেবতা ব'লে সম্বোধন ক'রেছি; অন্য কেউ হ'লে, তার চোখ দুটো আজ উপড়ে নিতুম। স্মরণ রেখো,—আমি সম্রাট কুমারী,—তুমি সামান্য জায়গীরদার মাত্র! তোমায় আমায় অনেক প্রভেদ! তোমার বড় সৌভাগ্য, তুমি আমার ভালবাসা পেয়েছ,—আমার হৃদয়ে আসন পেতে ব'সেছ,—আমার জীবনের সার সম্পত্তি বিনা আয়াসে অপহরণ ক'রেছ! কিন্তু তুমি যদি এরূপ স্পর্দ্ধা রাখ —যে ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে—আমি তোমার পরিণীতা পত্নী হব,—

তবে তুমি অতি মূর্খ! শুধু মূর্খ নও—নিতান্ত কাপুরুষ! শুধু কাপুরুষ নও—যারপর নাই হতভাগ্য!—

অজয়। আমায় ক্ষমা কর, আমি না বুঝতে পেরে তোমায় অন্যায় প্রস্তাব ক'রেছি! এখন জিজ্ঞাসা ক'রতে পারি কি—তুমি কোথায় যাবে?

মোম্। দেশে ফিরে যাব! তুমি কি জাননা—আমি স্বদেশের নিকট কিরূপ অপরাধিনী? নর-দেবতা পিতৃচরণে কিরূপ বিশ্বাসঘাতিনী? সহোদরের চক্ষে, আফ্রিদী সৈন্যগণের চক্ষে কিরূপ কলঙ্কিনী? তুমি আমার জীবন রক্ষা ক'রেছিলে, সে প্রতিদান এতদিনে আমার সাঙ্গ হ'য়েচে। এখন আমার প্রায়শ্চিত্তের সময় উপস্থিত! পিতার চরণ বন্দন ক'রে, সমস্ত অপরাধ খুলে ব'লে, আমি ক্ষমা প্রার্থনা ক'র্ব্ব'! তোমায় আমার এই মিনতি, অবসর মত এ হতভাগিনীর কথা এক একবার মনে ক'র'! আর আমি যখন ম'রবো, তোমার নাম স্মরণ ক'রতে ক'রতে দেহ ত্যাগ ক'রব'! এই আমার একমাত্র সান্ত্বনা।

অজয়। তোমার পিতার চরিত্র যতদূর অবগত আছি, তুমি কি মনে কর তিনি তোমায় মার্জ্জনা ক'রবেন?

মোম্। আমি তো প্রাণ ভিক্ষা ক'রে তার কাছে ক্ষমা চাইব' না! আমাদের দেশে বিশ্বাসঘাতকতার সাজা প্রাণদণ্ড প্রাণদণ্ড হলেই আমার প্রায়শ্চিত্ত হবে। আমি হাসি মুখে বেহেস্তে যেতে পারব'! হুরীর দল আমায় মালা পরিয়ে দেবে। সেখানে জাতী বিচার নাই, ধর্ম্ম বিচার নাই, বাদ বিসম্বাদ নাই, হিংসা দ্বেষ নাই, রাজ্যলিপ্সায় স্পৃহা নাই; কেবল ভালবাসা, কেবল

প্রেম, কেবল প্রাণ ঢালাঢালি! সেথায় গিয়ে—খোদার চরণে প্রার্থনা ক'রবো, যেন এইবার জন্মগ্রহণ ক'রে রাজপুত হই—যেন তোমায় পাই, যেন তুমি আমার হও, যেন তোমার হ'তে পারি!

অজয়। (স্বগতঃ) অদ্ভুত চরিত্র! অদ্ভুত প্রকৃতি! অদ্ভুত আফ্রিদী রমনী! জানিনা—শুভক্ষণে কি অশুভক্ষণে টীরা অভিযানে এসেছিলাম;—যা দেখলেম—জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্মরণ থাকবে! একপ উজ্জ্বলে মধুর, কোমলে কঠিন, পূর্ণিমায় অমাবস্যা, নারীরূপিনী দেবী প্রতিমা—কখনো কোন' দেশে কোন' ইতিহাসে,—কোন' কবি-কল্পনায় আছে কি না সন্দেহ!

(অলক্ষিতে রহিম সার প্রবেশ।)

রহিম। (স্বগতঃ) এইবারত' ধ'রেছি যাদু! আর যাবে কোথা! বড় দাগা—বড় দাগা! কিছুতে ভুলতে পারিনি। রাজা গেল, রাজ্য গেল, স্বাধীনতা গেল, স[illegible] গেল, সে চোট যতটা না প্রাণে লেগেছে, মোমতাজের দাগা তার চেয়ে হাজার গুণ বেশী! ঐ ঐ সেই সয়তান [illegible] কেন, এইবার প্রাণের জ্বালা জুড়ুই! (বর্শা নি[illegible])

হোম্। কি করিস্ পিশাচ—কি করিস্? এত পাপ ক'রেও তোর তৃপ্তি হ'লনা? খোদা কি তোকে পাঠিয়েছিলেন—কেবল সয়তানি ক'রতে? দেখ্—দেখ—বেঅকুফ—রাখে খোদা মারে কে?

(অজয়সিংহের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান ও রহিম সার বর্শার আঘাতে ভূতলে পতিত হওন।)

অজয়। কেরে চণ্ডাল! তোর মনে এই ছিল? এত শত্রুতা ক'রেও তোর

সাধ মিটলো না ? রহিম—রহিম—তুমি আমার প্রাণ কেন নিলে না ?

রহিম। যোবনাতো কি ছেড়ে দোব ? তোমায় মারতেই এসেছি !

মোম্। তোর সাধ্য কি ? খোদা—খোদা—সয়তানের দণ্ড দাও !
(বেগে উঠিয়া রহিমের বক্ষে ছুরিকাঘাত ও রহিমের পতন, তৎসঙ্গে মোমৃতাজের পতন।)

রহিম। মরি, তাতে দুঃখ নেই ! কিন্তু বড় আপশোষ র'য়ে গেল—অজয় সিংহকে দুনিয়া ছাড়া ক'রতে পারলুম না ! মোমৃতাজ-মোমৃতাজ ! এবার জন্মে যেন তোকে পাই ! আল্লা—আল্লা। (মৃত্যু)

মোম্। অজয়সিংহ ! তোমায় অনেক কটু কথা ব'লেছি, আমায় ক্ষমা কর। আমি তোমায় বড় ভালবাসতুম,-এত ভালবাসা বোধ হয় তোমায় কেউ কখন বাসেনি। এখনতো ম'রতে ব'সেছি, আর একটু পরেই সব ফুরিয়ে যাবে। এ সময়ে একবার বুকটা চিরে দেখতে বোধ হয় তোমার আপত্তি হবে না ? দেখ—দেখ—অজয় সিংহ—বুকের ভেতরটা একবার দেখ। তোমার মূর্ত্তি ছাড়া হেথায় আর কিছুই নেই। আর কথা কইতে পারছিনি। দুনিয়া অন্ধকার হ'য়ে আসছে। পিতা-পিতা ! হোসেন আলি ভাই !—খোদা খোদা ! (মৃত্যু)

অজয়। (মোমৃতাজকে ক্রোড়ে শয়ন করাইয়া) এ কি হ'ল ! জগদীশ্বর ! এ আবার কি নূতন রহস্য ? এই ছিল, এই কথা কইছিল, দেখতে দেখতে কোথায় চ'লে গেল ! ক্ষুদ্র মানব আমি, গভীর সৃষ্টি তত্ত্ব কেমন ক'রে উপলব্ধি ক'রবো ? দুনিয়াটাই বুঝি এই রকম। হাসছি, খেলছি, বেড়াচ্চি, আধিপত্যের জন্য কাটা

কাটি ক'ৰ্‌ছি,—চোখের পলক ফেল্‌তে না ফেল্‌তে আর কিছুই নেই! সব অন্ধকার!—পুরাতন যাবে নতুন আসবে,—যুগের যবনিকা যে পর্য্যন্ত না পড়ে সৃষ্টি এই ভাবেই চ'ল্‌বে। মোম্‌তাজ—মোম্‌তাজ! আর জাগবে না? আর কথা কইবে না? আর অজয়সিংহের নাম মুখে আন্‌বে না? তবে যাও—আর তোমায় ধ'রে রাখবে না; তুমি যেখানকার জিনিষ, সেইখানে যাও! আমরা নরকের কীট চিরকাল নরক যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌বার জন্যে এইখানেই প'ড়ে রইলুম। অ.ক্রিদী যুদ্ধে এসে—কত সুখের ছবি হৃদয়ে এঁকেছিলুম, কত সোনার স্বপ্নে মনকে বিভোর ক'রে তুলেছিলুম, কত আশার কল্পনায় প্রাণ উন্মাদিত হ'য়ে উঠেছিল; সাধে বাদ! হরিষে বিষাদ! আশায় নিরাশা! হায়! আশা-কুহকিনী!

(প্রজ্বলিত মশাল হস্তে শোক পরিচ্ছদাবৃতা সহচরীগণের প্রবেশ)

গীত।

এই যে হেথায়, ধূলায় লুটায়,
মলিনী নলিনী বিরাগ ভরে।
আর আসিবে না, আর হাসিবে না,
পড়িয়াছে ধরা বড় অনাদরে॥
কাঁদ' সমীরণ সকরুণ তানে,
কাঁদ' শাখি পাখী আকুলর প্রাণে,

স্মরি শোক গাথা—কাঁদ' তরুলতা,
হাহাকার ধ্বনি তোল' সকাতরে ॥
দাগা খেয়ে বুকে কে কোথা কাঁদিছে
নিরাশা সাগরে কোথা কে ভাসিছে,
এস' ছুটে এসো—পদতলে ব'স,
প্রেমিক-পরশে জ্বালা যাবে স'রে ॥

যবনিকা পতন।